RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, ৩২ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ২৯ মার্চ - ১১ এপ্রিল, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 29, Issue: 32, Cooch Behar, Friday, 29 March - 11 April, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

শাসক-বিরোধী দুই দলের কর্মীদের অভিযোগ শুনলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দুষ্কৃতীদের সতর্ক করে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আশ্বাস দিলেন। ২৩ মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে দিনহাটায় পৌঁছান রাজ্যপাল। সেখানে সেই সময় কয়েশো মানুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন। গাড়ি থেকে নেমে প্রথমে ঘটনাস্থলে যান রাজ্যপাল। সেখানে পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনার কথা জানতে চান। এর পরে সেখানেই সমস্ত মানুষের অভিযোগ শোনেন তিনি। সবাইকে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে হাত উঁচিয়ে রাজ্যপাল বলেন, "শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হবে।"

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে রাজ্যপাল বলেন, "হিংসাকে কোনও ভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করাতে আমার তৎপর। ভয়ের কোনও জায়গা নেই। জখমদের পাশে আমি রয়েছি। প্রত্যেককে সবরকম সহযোগিতা করা হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আমরা হিংসা কমাতে সমর্থ হয়েছি। এবারে তা আরও কমবে বলে আশা রাখি।" সন্দেশখালি প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "সন্দেশখালি থেকে শিক্ষা নিক গুন্ডারা"। তিনি আরও বলেন, "দিনহাটার মানুষের ভূমিকায় আমরা খুশি। তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে হিংসা প্রতিহত করেছে।" দুই মন্ত্রীকে কোনও বার্তা দেওয়ার প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, "যা হয়েছে ঠিক হয়নি। যা বার্তা দেওয়ার তা জনতা দিয়েছে।" সেখান থেকে রাজ্যপাল পৌঁছান বুড়িরহাটে। কিছুদিন আগে সেখানে এক মহিলা বিজেপি কর্মীকে পিঠে খাওয়ার নামে রাতে ডেকে পাঠানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে। ওই মহিলার সঙ্গেও কথা বলেন রাজ্যপাল। ওই মহিলা অভিযোগ করেন, তাঁদের উপরে অত্যাচার চলছে। তাঁরা তৃণমূলের ভয়ে বাড়িতে থাকতে পাচ্ছেন না। রাজ্যপাল সেখানে উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। দুই দলের জখমদের রাজ্যপাল তাঁকে লিখিত অভিযোগ জানানোর আর্জি জানান। রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলে খুশি বলে জানান তৃণমূল কর্মীরা। জখম তৃণমূল কর্মী আমির আলম, স্বদেশ মোদক, বিজু দাসরা মূলত রাজ্যপালকে অভিযোগ জানান। পরে তাঁরা বলেন, "আমরা রাজ্যপালের উপরে আস্থা রাখছি।" মঙ্গলবার রাতে কর্মসূচি সেরে দিনহাটার পাঁচ মাথার মোড় হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন নিশীথ। সেই সময় সেখানে একটি বাড়িতে উদয়ন গুহের জন্মদিন পালন হচ্ছিল। সেখান থেকে উদয়ন বেরোচ্ছিলেন। সেই সময় দুই মন্ত্রী মুখোমুখি হতেই গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে। তাতে এক পুলিশ আধিকারিক বেশ কয়েকজন জখম হয়। যা নিয়ে এদিন দিনহাটা বনধের ডাক দেয় তৃণমূল। সেই সঙ্গে দিনহাটা থানায় দুটো মামলাও দায়ের হয়। পুলিশ একটি সুয়োমোটো মামলা করেছে। তৃণমূলের তরফেও নিশীথ প্রামাণিক সহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। বিজেপির তরফেও ৯০ জনের নামে পাল্টা মামলা করা হয়। পুলিশের তরফেও একটি স্বতঃপ্রণোদিত একটি মামলা করা হয়েছে। ঘটনার প্রতিবাদে ২৩ মার্চ দিনহাটা বনধের ডাক দেয় তৃণমূল। ওইদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। তার মধ্যে সন্ধ্যেবেলা দিনহাটায় পৌঁছান রাজ্যপাল। এমন অবস্থায় এদিন রাজ্যপাল দিনহাটা পৌঁছানোর আগে পুরো পাঁচ মাথার মোড় তৃণমূল কর্মীদের দখলে চলে যায়। বিজেপি কর্মীরা কেউ সেখানে ছিলেন না। নিশীথ প্রামাণিককে ফোনে পাওয়া যায়নি। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "আমাদের প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করবে। কিভাবে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর গাড়িতে হামলা হয়েছে তা জানানো হবে।" উদয়ন গুহ বলেন, "রাজ্যপালের বিষয়ে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এর আগে আমার উপরে হামলা করে বিজেপি। আমার হাত ভেঙে দেওয়া হয়। সে সময় রাজ্যপাল দিনহাটায় এসে বিজেপির সঙ্গে কথা বলে। আমার বিষয়ে খোঁজ নেয়নি। এবারে নিরপেক্ষতার আশা রাখছি।"

মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে নিশীথকে আক্রমণ জগদীশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কয়েক হাজার মানুষের মিছিল নিয়ে গিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কোচবিহার লোকসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। বুধবার বেলা ১২ টা নাগাদ কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসের সামনে থেকে মিছিল শুরু হয়। তার আগেই কোচবিহার পৌঁছান জগদীশ। তিনি মদনমোহন মন্দির ও নতুন মসজিদে প্রার্থনা সেরে মিছিলে যোগ দেন। জেলাশাসকের দফতরে মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে বেরিয়ে জগদীশ বলেন, "আমি একশো শতাংশ ভোটে জিতব। স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের সমাবেশ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আর বিজেপির যিনি প্রার্থী তিনি একজন অপরাধী। বহু মামলা রয়েছে তাঁর নামে। অপরাধমুক্ত করতেই কোচবিহারের মানুষ আমাকে ভোট দেবেন।" সেই সঙ্গে তিনি বলেন, "পাঁচ বছর সাংসদ ও মন্ত্রী থাকার পরেও কোনও কাজ করেননি নিশীথ প্রামাণিক। তারও জবাব দেবেন মানুষ।" বিজেপি অবশ্য জগদীশের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "তৃণমূল দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে। সাধারণ মানুষের জন্য আসা সরকারি প্রকল্পের টাকা চুরি করেছেন তৃণমূল নেতারা। তার জবাব এবারে দেবেন মানুষ।"

দিন কয়েক মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। তাঁর সঙ্গেও কয়েক হাজার মানুষ ছিলেন। কার মিছিলে বেশি লোক হয়েছে, তা নিয়ে দুইপক্ষের মধ্যে চাপানউতোর রয়েছে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির মিছিলের কয়েক গুণ বেশি মানুষ হয়েছে এদিন। বিজেপির পাল্টা দাবি, হাজিরা দিয়ে মানুষ এনেও বিজেপির মিছিলকে টেক্কা দিতে পারেনি রাজ্যের শাসক দল। এদিন জগদীশের সঙ্গে ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, আরেক প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় এবং গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা বংশীবদন বর্মণ। মিছিল নিউটাউন মোড়ে তৃণমূলের জেলা পার্টি অফিস থেকে শুরু হয়ে সুনীতি রোড দিয়ে কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে পৌঁছায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, লোক জমায়েতের জন্য আলাদা ভাবে বিধানসভাভিত্তিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। সে মতোই লোক হাজির করেন তাঁরা। এদিন ঐক্যবদ্ধ ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসনে বিজেপির নিশীথের কাছেই পরাজিত হয়েছিলেন সেই সময়ের তৃণমূল প্রার্থী। দল মনে করে, ওই ভোটে পরাজয়ের পিছনে বড় কারণ ছিল গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এবার শুরু থেকেই তাই দ্বন্দ্ব মেটাতে কড়া নির্দেশ জারি করেন তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারে তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়কে টিকিট দেওয়া হয়নি। তা নিয়ে পার্থপ্রতিমের অনুগামীদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায়। তা মেটানোর জন্য পার্থপ্রতিমের সঙ্গে আলোচনাও করে রাজ্য নেতৃত্ব। এদিন পার্থপ্রতিম রায় শুরু থেকেই মিছিলে ছিলেন। প্রত্যেকেই দাবি করেন, তাঁদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। গ্রেটার নেতা বংশীবদন বলেন, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের কথা রেখে কাজ করেছেন। রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদ, রাজবংশী ভাষার স্কুল পর্যন্ত চালু করেছেন। তাই আমরা তৃণমূলের পক্ষে রয়েছি।"

মদনমোহনের দোলযাত্রায় উপচে পড়ল ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ২৪ মার্চ রবিবার মদনমোহন মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর মদনমোহন সহ একাধিক মন্দিরের বিগ্রহ পালকিতে সুসজ্জিতভাবে নিয়ে শহর পরিক্রমা করানো হয়। তাতে ভিড় উপচে পড়ে। দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, পরে শহরের রাসমেলা ময়দানে রীতি মেনে শুরু হয় পুজোর অনুষ্ঠান। দুয়ারবক্সি বিগ্রহে প্রথম আবির দিয়েছেন। সেখানে রীতি মেনে পোড়ানো হয়েছে খড়ের তৈরি বুড়িঘর। পরে রাতেই ফের মদনমোহন সহ অন্য দেবতার বিগ্রহ মন্দিরে ফিরিয়ে আনা হবে। সোমবার সকাল থেকে ৩০ মার্চ পঞ্চম দোল পর্যন্ত মন্দিরের বারান্দার সিংহাসনে রাখা হবে মদনমোহন বিগ্রহকে। ভক্তদের জন্য মন্দিরে প্রায় ৪০ কেজি ভেষজ আবির রাখা হবে। ভক্তরা তা দিয়ে প্রণাম জানাতে পারবেন মদনমোহনকে। কোচবিহারের সদর মহকুমাশাসক কুণাল বন্দোপাধ্যায় বলেন, "প্রাচীন রীতি মেনে মদনমোহন দেবের দোল উৎসবের সূচনা হয়েছে।" ২৬ মার্চ দোলের পরদিন মঙ্গলবার রাসমেলা মাঠে দোল উৎসব উপলক্ষে দোল সওয়ারি অনুষ্ঠান হবে।

পুলিশের মনোবল চাঙ্গা রাখতে উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লোকসভা নির্বাচনের মুখে পুলিশ কর্মীদের মানসিক দিক থেকে চাঙ্গা রাখতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। ২৪ মার্চ রবিবার কোচবিহার জেলা পুলিশের কনফারেন্স হলে ওই কর্মশালা হয়। সেখানে সাইক্রিয়াট্রিস্ট বহ্নিমান সরকার, সাইকোলজিস্ট কৃষ্ণ চক্রবর্তী। তাঁরা পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘসময় ধরে কথা বলেন। কার কি সমস্যা রয়েছে, সমস্যা হলে তা থেকে বের হওয়ার উপায় কি সে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে এই কর্মশালা বেশ কার্যকর।" পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশ কর্মীদের দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করতে হয়। তাতে পরিবারের সদস্যদেরও ঠিকমতো সময় দিতে পারেন না তাঁরা। ঘুম থেকে শুরু করে খাওয়া-দাওয়া সেটাও ঠিকমতো হয়ে ওঠে না। তাতে মানসিক চাপ বেড়ে যায়। সামনেই লোকসভা নির্বাচন। সে জন্যে পুলিশ কর্মীদের পরিশ্রম আরও বেড়ে গিয়েছে এত সবের পরে যাতে কোনও ভাবেই মানসিক হতাশ না হয়ে পড়েন কেউ সে জন্য এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ভোটের মুখে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লোকসভা ভোটের মুখে ফের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হল কোচবিহারে। সোমবার সকালে কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, রবিবার সন্ধ্যায় কোচবিহার রাজবাড়ির সামনে তিনটি পিস্তল ও পাঁচটি গুলি সহ এক নাবালককে গ্রেফতার করা হয়। একটি ব্যাগে সেগুলি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই যুবক। উদ্দেশ্য ছিল, তা হাতবদল করা। আগে থেকেই খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে যান কোচবিহারের ক্রাইম ব্রাঞ্চের সদস্যরা। ওই নাবালককে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, বিহারের পূর্ণিয়া থেকে বিক্রির উদ্দেশে ওই আগ্নেয়াস্ত্র কোচবিহারে আনা হয়। গত এক মাস একাধিকবার আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলেন, "ওই ঘটনার তদন্ত চলছে। আরও কারা ওই কারবারের সঙ্গে জড়িত আছে তাদের খুঁজে বের করা হবে।" এরই মধ্যে আবার দিনহাটা থেকেও এক যুবককে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশের সন্দেহ, ভোটের সময়ে অস্ত্রের চাহিদা বেড়েছে। সে জন্যেই কারবারীরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সে কথা মাথায় রেখেই পুলিশ চারদিকে তল্লাশি বাড়িয়ে দিয়েছে। কোচবিহারের আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার নতুন কিছু নয়। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকেই কোচবিহারের রাজনৈতিক সংঘর্ষে গুলি-বোমা ব্যবহারের অভিযোগ বেড়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দাবি, প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র এখনও হাতে হাতে ঘুরে রয়েছে। ভোট যত এগিয়ে আসবে ওই অস্ত্র ব্যবহার আরও বাড়তে থাকতে থাকবে। তাতে কোচবিহার আবার অশান্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা রয়েছে। সে জন্য বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের কাছে আরও জোর দেওয়ার দাবি জানিয়েছে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা দিনহাটার তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন, "বেআইনি অস্ত্র কাদের কাছে রয়েছে তা সবাই জানে। ভেটাগুড়িতে অস্ত্রের সম্ভার রয়েছে সেগুলি উদ্ধার করা প্রয়োজন।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় পাল্টা দাবি করেন, বেআইনি অস্ত্র রয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হাতে। তিনি বলেন, "তৃণমূল চারদিকে সন্ত্রাস তৈরির চেষ্টা করছে। তাদের হাতেই বেআইনি অস্ত্র আছে। সেগুলি উদ্ধার করার দাবি আমরা জানিয়েছি।" বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের দাবি জানিয়েছে বামেরাও। বাম নেতা তথা ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, "বেআইনি অস্ত্র যার হাতেই থাক না কেন তা দ্রুত উদ্ধার করতে হবে। না হলে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে।"

লোকসভায় প্রার্থী গ্রেটারের অমল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে কোচবিহার লোকসভা আসনে প্রার্থী দেবে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। এই গ্রেটার অবশ্য বিজেপির সাংসদ নগেন্দ্র রায় তথা অনন্ত মহারাজ বা বংশীবদন বর্মণের গ্রেটার নয়। কয়েক মাস আগে বংশীবদনের গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে গিয়েই আলাদা ভাবে কাজ শুরু করে এই গ্রেটার। যার নেতা অমল দাস। তিনি নিজেই এবারে ভোট যুদ্ধে নামছেন। বিবাদ ভুলে গিয়ে পুরনো মিত্র অনন্ত ও বংশীবদনের কাছেও ভোট প্রার্থনা করবেন তারা। অমল বলেন, "আমার লড়াই কোচবিহারের অধিকার নিয়ে। ভারতভুক্তি চুক্তি নিয়ে অনুযায়ী কোচবিহারের মানুষের অধিকার পাওয়ার লড়াইয়ে লক্ষ্যেই আমি ভোটযুদ্ধে নেমেছি। সে জন্য প্রত্যেকের কাছেই ভোট প্রার্থনা করব।" যা শুনে বংশীবদন বর্মণ বলেন, "এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। গণতান্ত্রিক দেশে প্রত্যেকের ভোটে লড়াইয়ের অধিকার আছে। আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রার্থী রয়েছেন তাঁর হয়েই ভোট প্রচার করব।" অনন্ত মহারাজ বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ। তিনি ওই বিষয়ে কিছু বলতে চাননি। গ্রেটার সংগঠনে অনন্ত মহারাজ ও বংশীবদনের গুরুত্ব সব থেকে বেশি বলে ধরা হয়। রাজনৈতিক দলগুলিই মনে করেন, রাজবংশী ভোটারদের মধ্যে অনন্ত ও বংশীবদনের প্রভাব সব থেকে বেশি রয়েছে। আর সে জন্য নিজেদের দিকে টানতে মরিয়া তৃণমূল ও বিজেপি। বিজেপি সরাসরি অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভার সাংসদ করেছে। তৃণমূল সরকারও বংশীবদনকে রাজবংশী ভাষা একাডেমীর চেয়ারম্যান ও রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দিয়েছেন। ভোটের মুখে বংশীবদন সরাসরি জানিয়েছেন, তারা তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে প্রচারে নামবেন। অনন্ত মহারাজ অবশ্য কিছু বিষয় নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি দাবি করেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে জানিয়েছেন কোচবিহার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হবে না। তিনি বিজেপির প্রার্থী নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বিজেপির হয়ে কতটা প্রচার করবেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা রেখেছেন। এই অবস্থায় গ্রেটারের আরেকটি গোষ্ঠী সরাসরি ভোটযুদ্ধে নামার কথা ঘোষণা করায় চিন্তিত তৃণমূল ও বিজেপি দুই শিবির। মুখে অবশ্য তা কেউ স্বীকার করছে না। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "ভোটে যে কেউই লড়তে পারেন। তা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। এটুকু বলতে পারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে প্রত্যেক মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। তাই অন্য কোনও প্রার্থীর বিষয়ে ভাবার কিছু নেই।" গ্রেটারের ওই নেতা অমল দাবি করেন, তিনি শুরুর দিকে তৃণমূলে ছিলেন। পরে গ্রেটারে যোগ দেন। অনন্ত মহারাজ ও বংশীবদনের মধ্যে বিবাদে একসময় গ্রেটার ভাগ হয়ে যায়। সে সময় তিনি বংশীবদনের সঙ্গে ছিলেন। সংগঠনের আন্দোলনে যুক্ত হয়ে সাত বছর জেল খেটেছেন তিনি। কিছুদিন আগে বংশীবদনের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ তুলে আলাদা ভাবে সংগঠনের কাজ শুরু করেন তাঁরা। তিনি বলেন, "ছোট ছোট খুলি বৈঠকের মধ্যে দিয়ে আমাদের ভোট প্রচার চলবে।"

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত দিনহাটা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দুই মন্ত্রীর উপস্থিতিতে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিনহাটা। ২০ মার্চ মঙ্গলবার রাত ৯ টা নাগাদ বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক কনভয় নিয়ে বড়শাকদল থেকে দিনহাটা পাঁচ মাথার মোড় হয়ে ভেটাগুড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় সেখানে নিজের জন্মদিনের একটি অনুষ্ঠান থেকে বেরোচ্ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী তথা তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি উদয়ন গুহ। দুই মন্ত্রীর কনভয় মুখোমুখি হতেই সংঘর্ষ শুরু হয়। ওই ঘটনায় দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র সহ অনন্তপক্ষে ১০ জন জখম হয়েছেন। জখমদের দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থীর কনভয় থেকে আচমকা হামলা চালানো হয়। বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা হামলা চালায়। উদয়নের সঙ্গে থাকা পুলিশকেও মারধর করা হয়। ঘটনা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে নিশীথ ও উদয়ন মুখোমুখি চিৎকার শুরু করে। উদয়নকে ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে দেখা যায় বলেও অভিযোগ। বিজেপির পাল্টা দাবি, তৃণমূল ছক কষে বিজেপি প্রার্থীর কনভয়ে হামলা চালায়। কনভয়ে থাকা গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে মারধর করা হয়। ঘটনার পরে আরও পুলিশ বাহিনী সেখানে পৌঁছায়। কোচবিহার পুলিশের এক কর্তা বলেন, "অভিযোগ খতিয়ে দেখা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" ওইদিন দুপুর থেকে দিনহাটার একাধিক এলাকায় জনসংযোগ যাত্রা করেন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ। তিনি সীমান্ত এলাকা চৌধুরীহাট, বড়শাকদল, নিগমনগরে প্রচার সেরে রাত ৯ টা নাগাদ দিনহাটা পাঁচ মাথার মোড় হয়ে তাঁর বাড়ি ভেটাগুড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় পাঁচ মাথার মোড়ে দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরিশঙ্কর মাহেশ্বরীর বাড়িতে উদয়ন গুহের জন্মদিন পালন করা হচ্ছিল। উদয়ন দাবি করেন, মারোয়ারি সমাজের লোকজন ওই জন্মদিনের আয়োজন করেন। তিনি সেখান থেকে বেরোচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দলের কয়েকজন কর্মী ছিলেন। সেই সময় নিশীথের কনভয় সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল কর্মীদের উপরে হামলা শুরু হয়। নিশীথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও গাড়ি থেকে নেমে হামলা শুরু করে। কয়েকজনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। উদয়ন বলেন, "আমি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের গিয়ে প্রশ্ন করি তাদের এভাবে বাইরে বেরিয়ে এসে হামলা করার অধিকার কে দিয়েছে? এটা না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর জায়গায় পৌঁছাত। দলের রাজ্য নেতাদের সবটা জানাবো। যে নির্দেশ দেবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় পাল্টা দাবি করেন, তৃণমূল নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ের উপরে হামলা চালিয়েছে। একটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, নিশীথের সমস্ত কর্মসূচিতে মানুষের ভিড় উপচে পড়েছিল। তাতেই আতংকিত হয়ে তৃণমূল হামলার পরিকল্পনা করে। কনভয় দিনহাটার পাঁচ মাথার মোড়ে পৌঁছাতেই হামলা চালানো হয়। তিনি বলেন, "ছক কষে আমাদের প্রার্থীর কনভয়ের উপরে হামলা চালানো হয়েছে। উদয়ন গুহের নেতৃত্বে এটা হয়েছে। আমরা কমিশনে অভিযোগ জানাবো।"

অধিকার যাত্রার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটা বিধানসভা জুড়ে তৃণমূলের অধিকার যাত্রার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার লোকসভা প্রার্থীর। রবিবার সকালে নিগমনগরে স্বামী নিগমানন্দের আশ্রমে পূজা দিয়ে অধিকার যাত্রার সূচনা করেন বিধায়ক তথা কোচবিহার লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এরপর বড়শাকদল, বাসন্তিরহাট, বুড়িরহাট বাজারে নির্বাচনী কর্মীসভা করেন তৃণমূল প্রার্থী। এদিন বাসন্তিরহাট বাজারে নির্বাচনী কর্মীসভাতে বিজেপি যুব মোর্চার ৫০ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন বলে দাবি করে তৃণমূল প্রার্থী। যদিও বিজেপির ২ নম্বর মন্ডল সভাপতি প্রদীপ বর্মন বলেন, বিজেপি যুব মোর্চার কোনো কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেননি। তবে সকাল থেকেই তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শুচিস্মিতা দত্ত শর্মা, দীপক কুমার ভট্টাচার্য, আব্দুল সাত্তার, বিশ্বনাথ কিন্নর, মৌমিতা ভট্টাচার্য, ডালিয়া চক্রবর্তী, মুক্তি রায় প্রমুখ

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে আন্দোলন হল কোচবিহারেও। শুক্রবার আপের সমর্থকরা কোচবিহারের কাছারি মোড় অবরোধ করে প্রায় ঘন্টাখানেক বিক্ষোভ দেখান। তাদের অভিযোগ, লোকসভা ভোটের মুখে অরবিন্দ কেজরিয়ালকে মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে গ্রেফতার করেছে ইডি। ওই গ্রেফতারের পেছনে রয়েছে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের হাত। দ্রুত কেজরিওয়ালের মুক্তির দাবি করেন তারা। আপের কোচবিহার জেলার নেতা অমিতাভ দেবনাথ বলেন, "আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেতাকে সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। এটা দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করার সামিল এবং স্বৈরাচারী মনোভাবের নামান্তর। ওই গ্রেফতারের প্রতিবাদে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পরবর্তী আন্দোলনের বিষয়ে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

এদিন দুপুর দুটো নাগাদ কাছারি মোড়ে আপের বেশ কিছু সমর্থক জড়ো হয়ে অবরোধ কর্মসূচি শুরু করেন। প্রায় ঘন্টাখানেক ধরে ওই অবরোধ চলে। পরে পুলিশ আধিকারিকরা গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বললে অবরোধ উঠে যায়। আন্দোলনের ফলে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। সাধারণ মানুষকে হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়। বৃহস্পতিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আবগারি দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করে ইডি। লোকসভা ভোটের মুখে ওই গ্রেফতারে রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে দিল্লির সরকারকে আক্রমণ করেছেন। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার তথা বিজেপি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করছে। যে সব রাজ্যে বিরোধী শক্তি ক্ষমতায় রয়েছে তাদের উপরেই আক্রমণ হচ্ছে। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের ওই মানসিকতার তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন গড়ে উঠবে।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "যারা দুর্নীতিগ্রস্ত তারা কেউ পার পাবে না। যে যার নিজেদের কর্মের ফল পাবে। অপ্রচার করে লাভ নেই।"

বৃষ্টির মধ্যেই চলল প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: হাতে সময় আর বেশি নেই। তার মধ্যেই ভোটারদের আকর্ষিত করতে হবে। তাই বৃষ্টিতেও কেউ বাড়িতে বসে থাকতে রাজি নয়। ২৪ মার্চ রবিবার বৃষ্টির মধ্যেই প্রচার করলেন ডান-বাম দুইদলের প্রার্থীরা। কোচবিহারের নাটাবাড়ি বিধানসভার দেওয়ানহাটের একটি গ্রামে গিয়ে কার্যত মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়েন সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক তমসের আলি। ছাতা মাথায় দিয়েই তিনি ওই গ্রামে গিয়েছিলেন। ওই গ্রামের এক মহিলা বিধায়ক ও বামফ্রন্টের প্রচার কর্মীদের দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এলাকার অনুন্নয়ন নিয়ে ক্ষোভ ছিল ওই মহিলাদের। সেখানেই অবশ্য তমসের বলেন, "এখন জোড়াফুল ও পদ্মফুল এখন ক্ষমতায়। তাদের ধরেন কেন উন্নয়ন হয়নি। আমরা মানুষের সঙ্গে আগেও ছিলাম এখনও আছি।" ছাতা মাথায় নিয়ে প্রচারে বেরিয়ে পড়েন তৃণমূল ও বিজেপির নেতা-কর্মীরা। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক কোচবিহার শহরের একাধিক এলাকায় প্রচার করেন তিনি। বৃষ্টির মধ্যে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে পদযাত্রাতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। তৃণমূলের কোচবিহার আসনের প্রার্থী জগদীশ বর্মা বসুনিয়া অবশ্য সকালের দিকে ব্যক্তিগত কাজে শিলিগুড়ি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে দুপুরে ফিরে সরাসরি সিতাই চলে যান। সেখানেই শিলদুয়ার সহ একাধিক এলাকায় জনসংযোগ করে সন্ধ্যায় দিনহাটা পাঁচ মাথার মোড়ে জনসভায় যোগ দেন। তিনি বলেন, "বৃষ্টি প্রচার আটকাতে পারেনি। আমি ব্যক্তিগত কাজে শিলিগুড়ি গিয়েছিলাম। এসে প্রচারে অংশ নিয়েছি। বৃষ্টি হলে কিছু তো অসুবিধে হয়। সে জন্য ছাতা সবসময় কাছেই রাখছি।" এদিন দুপুরে দিনহাটার সংহতি ময়দান থেকে মিছিল বের করে বিজেপি। যেখানে হাজির ছিলেন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক এবং বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়। বৃষ্টির জন্যে সেই মিছিলের নির্দিষ্ট সময় থেকে কিছুটা পিছিয়ে যায়। মিছিলে অনেককেই ছাতা হাতে ও রেইনকোর্ট পরেও যেতে দেখা যায়। অবশ্য পরে আর বৃষ্টি না হওয়ায় তেমন সমস্যা হয়নি। বাম প্রার্থী নীতীশ রায় এদিন মাথাভাঙা ২ নম্বর ব্লকে প্রচার করেন। নিশিগঞ্জ, প্রেমেরডাঙ্গা, লতাপাতা এলাকায় জনসংযোগ করেন তিনি। তিনি বলেন, "বৃষ্টি মাথায় নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। পরে বৃষ্টি কমে যায়।"

তৃণমূলের পোস্টার খুলে ফেলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: রাতের অন্ধকারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ তৃণমূলের পোস্টার খুলে ফেলার অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব, ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ালো দিনহাটা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে এমনটাই অভিযোগ করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, দিনহাটা স্টেশনের পাশে রয়েছে বিজ্ঞাপন লাগানোর বিশাল আকার জায়গা । সেখানে মূলত রেলের অধীনস্ত এজেন্সির মাধ্যমেই বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন লাগানো হয়। সেখানে সেই এজেন্সি মারফত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সহ একটি পোস্টার লাগানো হয়েছিল এমনটাই দাবি করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে রেলের তরফ থেকে দুই আধিকারিকের উপস্থিতিতে সেই পোস্টার খুলে ফেলা হয়। এ বিষয়ে রেলের দিনহাটা স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছে তারা বিষয়টি জানতে চাইলে উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশে সেই পোস্টার খুলে

ফেলা হয়েছে, সরকারি জায়গায় কোন রাজনৈতিক দলের পোস্টার রাখা যাবে না সে কারণেই সেই পোস্টার খুলে ফেলা হয়েছে বলে তাদের জানানো হয় এমনটাই জানায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখানে উপস্থিত তৃণমূলের যুব সংগঠনের দিনহাটা শহর ব্লক সহ-সভাপতি মনোজ দে জানান, যখন সেই পোস্টারগুলি খুলে ফেলা হচ্ছিল তখনই তারা বিষয়টি দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে গিয়ে পোস্টার খুলতে বাঁধা দেন। এরপরেই রেলের আধিকারিকরা উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের গোটা বিষয়টি জানান। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব রেলের আধিকারিকদের জানান, যদি পোস্টার খোলার কোন বিষয় থাকে তাহলে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানোর জন্য। রেলের আধিকারিকদের কাছে তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেন পুনরায় সেই পোস্টার সেখানে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য। যদিও বেশ কিছুক্ষণ পর সেই পোস্টারটি লাগিয়ে দেওয়া হয় বলো জানা গেছে। তৃণমূলের যুব সংগঠনের দিনহাটা শহর ব্লক সহ-সভাপতি মনোজ দে বলেন, রাজনৈতিক কারণেই এই পোস্টার খুলে ফেলা হয়েছে। বিজেপির দালালি করছে আধিকারিকরা এমনটাও অভিযোগ করেন তিনি। যদিও রেলের আধিকারিক সঞ্জীব কুমার গুপ্তা জানান, উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের নির্দেশে সেই পোস্টারগুলি খুলে দেওয়া হয়েছে। সরকারি জায়গাতে কোন রকম রাজনৈতিক দলের পোস্টার লাগানো যাবে না সেজন্যই তা খুলে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

শালমারায় বিজেপির পথ অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: শালমারায় বিজেপির কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগে পথ অবরোধ বিজেপির। শুক্রবার সকাল এগারোটা থেকে শালমারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় দিনহাটা শালমারাগামী মূল রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি। বিজেপির দিনহাটা-৬ নম্বর মন্ডল সভাপতি তরণীকান্ত বর্মনের অভিযোগ গতকাল রাতের অন্ধকারে শালমারা বাজারে বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও বাজারের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো ফ্লেক্স, দলীয় পতাকা খুলে দেয় তৃণমূল কংগ্রেসের হার্মাদরা। তারই প্রতিবাদে দোষীদের শাস্তির দাবিতে এদিন সকাল থেকে শালমারা বাজার সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে বিজেপি। তবে এই বিষয়ে দিনহাটা-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সহ-সভাপতি আব্দুল সাত্তার বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। বিজেপির অন্তর্কলহের ঘটনায় তারা নিজেরাই নিজেদের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করে তৃণমূলের উপর দোষ চাপাচ্ছে।

নিরাপত্তারক্ষীর গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হল কোচবিহার জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নিরাপত্তারক্ষীর। বুধবার রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ কোচবিহার শহরে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের বাংলোতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় তাঁকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই মৃত্যু হয় ওই নিরাপত্তারক্ষীর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শ্যাম সুন্দর নার্জীনারি (৪০)। তাঁর বাড়ি আলিপুরদুয়ারে। পুলিশের কনস্টেবল ছিলেন তিনি। কর্মসূত্রে তিনি পরিবার নিয়ে কোচবিহার শহরেই থাকেন তিনি। প্রতিদিন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে বাংলোয় পৌঁছে তিনি বাড়ি যান। ওইদিন রাতে বিশ্রাম নেবেন বলে বাংলোর একটি রুমে ছিলেন। সেখানেই ওই ঘটনা ঘটে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ওই ঘটনায়। বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, "অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন উনি। প্রতিদিন আমাকে বাড়িতে পৌঁছানোর পরে নিজের বাড়িতে যেতেন। এদিন বিশ্রাম নেওয়ার কথা বলে সেখানে ছিলেন বলে পরে জানতে পেরেছি। এমন ঘটনা ঘটবে ভাবতে পাচ্ছি না।"

মনোনয়ন জমা দিলেন দিলীপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মনোনয়ন জমা দিলেন এসইউসিআই মনোনীত প্রার্থী দিলীপ চন্দ্র বর্মণ। বৃহস্পতিবার দলীয় অফিস থেকে মিছিল নিয়ে কোচবিহার সুনীতি রোড ঘুরে জেলাশাসকের দফতরে পৌঁছান দিলীপ। সঙ্গে ছিলেন দলের কোচবিহার জেলা সম্পাদক শিশির সরকার, নেপাল মিত্র। দিলীপ পেশায় আইনজীবি। তাঁর বাড়ি সুটকাবাড়ির কালীগঞ্জে। তিনি বলেন, "কেন্দ্র ও রাজ্যের দুর্নীতি, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব থেকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রচার করব।"

অনন্ত মহারাজকে নিয়েই মনোনয়ন দিলেন নিশীথ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সবার আগে মনোনয়নপত্র দাখিল করে লড়াইয়ে এগিয়ে থাকার বার্তা দিলেন বিজেপির কোচবিহার লোকসভা আসনের প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক। ২২ মার্চ বৃহস্পতিবার দলের রাজ্যসভার সাংসদ বিক্ষুব্ধ বলে পরিচিত গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান নগেন্দ্র রায় তথা অনন্ত মহারাজকে সঙ্গে নিয়েই মনোনয়ন জমা দেন। এদিন নিশীথ অবশ্য দলীয় অফিস থেকে মিছিল নিয়ে যখন রওনা হন তখন অনন্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। নিশীথের সঙ্গে ছিলেন দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায়, দুই বিধায়ক বরেন বর্মণ ও সৌমেন রায়। জেলায় বিজেপির ছয়জন বিধায়ক। তার মধ্যে চারজন উপস্থিত না থাকায় গুঞ্জন তৈরি হয়। পরে অবশ্য জানানো হয়, বাকিরা কলকাতায় রয়েছেন তাই মনোনয়নে থাকতে পারেননি। নিশীথ জেলাশাসকের দফতরে পৌঁছানোর ঘন্টা খানেক বাদে সেখানে পৌঁছান অনন্ত মহারাজ। বলা চলে শেষমুহূর্তে তিনি সেখানে পৌঁছেছেন।

মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে দু'জনে একসঙ্গে বেরিয়ে আসলেও কেউ কিছু বলতে চাননি। নিশীথ বলেন, "বিজেপি বিধায়ক ও অনন্ত মহারাজ মনোনয়নের সময় উপস্থিত ছিলেন। মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে আমরা খুশি। আমরা মানুষের পাশে রয়েছি। তৃণমূলের অন্যায়-অত্যাচারে মানুষের পাশে থাকব। দেশের প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নের নিরিখে দেশকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা উন্নয়ন নিয়ে যে কথা বলেছি সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি।" অনন্ত মহারাজকে তা নিয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কিছু বলতে চাননি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে নিশীথ প্রামাণিক ও বিজেপির জেলা সভাপতি সুকুমার রায় গিয়েছিলেন অনন্ত মহারাজের বাড়িতে। সেখানেই আলোচনার মাধ্যমে মহারাজার ক্ষোভ কমাতে সমর্থ হন তাঁরা। সুকুমার বলেন, "অনন্ত মহারাজ বিজেপির সাংসদ। তিনি আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন। সে জন্য মনোনয়নে ছিলেন। প্রচারেও থাকবেন।"

গত ২ মার্চ বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়। তার পরের দিন বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনন্ত মাহরাজ। তিনি দাবি করেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়ে দিয়েছেন কোচবিহার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হবে না। ওই বিষয়ে তিনি তাঁর অনুগামীদের বার বারে আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে প্রার্থী নির্বাচনের বিষয়ে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি বলে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, দল তাঁকে 'ডাস্টবিন' করে রেখেছে। জনতা চাইলে তিনি রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগের কথাও জানিয়েছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই এদিন মহারাজ নিশীথের মনোনয়নে হাজির হলে তা নিয়ে মানুষের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়। কিন্তু তা নিয়ে কিছু স্পষ্ট করেননি মহারাজ। তৃণমূলেরে কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, "অনন্ত মহারাজ যা বলার একবার বলেছেন। নতুন করে তাঁর কিছু বলার আর কি আছে। মানুষ সবকিছুরই জবাব দেবে এবার।"

লোকসভা নির্বাচনের মুখে টাকা উদ্ধার কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে কোচবিহার। একদিকে বাংলদেশ সীমান্তে বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। অপরদিকে অসম সীমানাতেও শুরু হয়েছে কড়া নজরদারি। রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয়েছে নাকা তল্লাশি। ২২ জানুয়ারির বৃহস্পতিবার কোচবিহার-মাথাভাঙা সড়কের ঘুঘুমারিতে নাকা তল্লাশির সময় একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "টানা তল্লাশি চলছে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েক লক্ষ টাকা হয়েছে। টানা তল্লাশি চালানো হবে।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন একটি বাস মাথাভাঙ্গা থেকে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। ঘুঘুমারি মাথাভাঙা রোডে পুলিশ একটি নাকা চেকিং পয়েন্ট বসিয়েছে। সেখানে কোচবিহার শহরমুখী প্রায় সমস্ত গাড়ি তল্লাশি করে হয়। ওই বাসটি তল্লাশির সময় একটি কাগজের বাক্সে সারি সারি টাকা দেখতে পান পুলিশ কর্মীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছান কোচবিহার কোতোয়ালি থানার আইসি তপন পাল। কি কারণে টাকাগুলি কোচবিহারের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। লোকসভা নির্বাচনের মুখে বেআইনি টাকার কারবার বেড়ে যেতে পারে, এই আশংকাতেই তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। পুলিশ সমাজমাধ্যমে জানিয়েছে, "আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কোচবিহার জেলা পুলিশ, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে নাকা তল্লাশি এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীসহ বিভিন্ন এলাকায় রুটমার্চ করে সুষ্ঠ,অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে লোকসভা নির্বাচন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

মনোনয়ন দিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতীশ চন্দ্র রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এমনিতেই সাংগঠনিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে বামেরা। তার উপরে মনোনয়নপত্র জমাকে কেন্দ্র করে বামেদের শরিক কোন্দলের ছায়া পড়ল। শুক্রবার কোচবিহার লোকসভা আসনের বাম তথ্য ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নীতীশ চন্দ্র রায় মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। এদিন দলের কোচবিহার জেলা পার্টি অফিস থেকে মিছিল নিয়ে জেলাশাসকের দফতরে পৌঁছান নীতীশ। মিছিলে জমায়েতের জন্য দলের পক্ষ থেকে প্রচারও করা হয়। সবাইকে দুপুর ১ টার মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সময় বয়ে গেলেও পার্টি অফিসের সামনে লোকজন তেমন জমেনি। শেষপর্যন্ত দুটোর আগে আগে জনা পঞ্চাশেকের একটি মিছিল নিয়ে পার্টি অফিসে পৌঁছায় ফরওয়ার্ড ব্লক। তাদের সঙ্গে ছিলেন সিপিএমের এক-দু'জন নেতা। লোক এত কম কেন? প্রশ্ন শুনে ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, "লোক আমাদের অনেক আছে।" ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী নীতীশ বলেন, "বিজেপি ও তৃণমূল দুই দল সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার করছে। মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে। বেকারত্ব বাড়ছে। তার বিরুদ্ধেই আমাদের প্রচার। মানুষের সমর্থন রয়েছে আমাদের দিকে।"

খরচ খতিয়ে দেখতে ময়দানে পর্যবেক্ষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জেলায় পৌঁছেই নজরদারি শুরু করলেন নির্বাচনী খরচ সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক সঞ্জয় কুমার। সম্প্রতি তিনি কোচবিহারে পৌঁছান। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে পৌঁছেই একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন তিনি। শুক্রবার কোচবিহারের তিনটি জায়গার নাকা পয়েন্টে গিয়ে সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখেন। প্রথমে তিনি যান কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ি এলাকায় সেখানে একটি নাকা চেকিং পয়েন্ট রয়েছে। সেখান থেকে বেরিয়ে পুন্ডিবাড়ি এলাকা ঘুরে মেখলিগঞ্জের নিউ চ্যাংড়াবান্ধা এলাকার নাকা পয়েন্টে যান। সমস্ত জায়গার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ২২ মার্চ বৃহস্পতিবার কোচবিহারে তিনি একটি বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে ব্যাংক বিমা সহ বিভিন্ন দফতরের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। জেলার নির্বাচনী খরচ বিষয়ক মনিটরিং কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। আদর্শ আচরণবিধি পালন সহ নানা বিষয়ে সেখানে আলোচনা হয়। ওই বৈঠকের পরের দিন বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখতে যান পর্যবেক্ষক।

সম্পাদকীয়

ট্র্যাডিশন কি চলবে?

ভোট আসলেই যেন অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু হয়। কোচবিহারের এ হেন চিত্র সেই যে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে শুরু হইয়াছে তা আর পাল্টানোর নাম নেই। কংগ্রেস আমল গিয়েছে, বাম আমল চলিয়া গিয়েছে, এবারে তৃণমূল আমল। সেই ট্র্যাডিশন চলছে সমানতালে। পরিণামে কি হইয়াছে, কিছু গরিব, খেটে-খাওয়া মানুষের মৃত্যু হচ্ছে।। কিছু মানুষ জখম হয়ে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। আর কিছু মানুষ চেয়ার দখল করে পরমানন্দে দিন কাটাইতেছে। পাশের জেলা আলিপুরদুয়ার-জলপাইগুড়িতে চোখ রাখলেই দেখা যায় এক অন্য পরিবেশ। দুই বিরোধী প্রার্থী হাতে হাত মিলিয়ে একে অপরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আর এই কোচবিহারে মানুষ কি দেখিলেন দুই মন্ত্রী মুখোমুখি হইয়া লড়াই শুরু করিলেন। এই জেলায় এক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা আরেক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের যেন শত্রু। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলিবেন না। কেউ কারও মুখও দর্শন করিবেন না। আর কোনও প্রকারে উহারা মুখোমুখি হন, তা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দিন কয়েক আগেই দুই মন্ত্রীর মুখোমুখি হয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়ার দৃশ্য দেখিয়াছে কোচবিহার। আর তাই নির্বাচন আসলেই যেন কোচবিহারের মানুষেরা আতঙ্কে পড়িয়া যান। আবার ভোট আসিয়াছে। দিন কয়েক পরেই লোকসভার নির্বাচন। গ্রাম-গঞ্জে ভোট প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। আর শুরু হয়েছে একে অপরকে ঘৃণা করার প্রতিযোগিতা। এ ট্র্যাডিশন কি চলিতে থাকবে?

কবিতা

বসন্ত উৎসব

.... নীলাদ্রি দেব

হেমন্তের হলুদ
প্রকৃতির শরীরে স্বরবর্ণ হয়ে ওঠে
পরিধি ও কেন্দ্রের মধ্যে যতটা টান,
বসন্ত
রঙ থেকে রঙে শুধু!
মানুষ থেকে মানুষে।
ছুঁতে চেষ্টা করি
বহ্নি উৎসবে প্রকৃত আহ্বানের পর
যতটা ভোর হৃদয়ের ক্যানভাসকে
আরও খানিকটা বড় করে তোলে,
বসন্ত উৎসব।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

মৌসুমি

...অমিতাভ চক্রবর্তী

(আসলে এই কাহিনী কোন কল্পনাপ্রসূত নয়। যা দেখেছি, যা বলেছি হুবহু তুলে ধরলাম)

না। হিজড়ে কে বৃহন্নলা বা উভলিঙ্গ বা তৃতীয় লিঙ্গও বলব না। ট্রেনে আমরা যারা পরিভ্রমণ করি তারা হিজড়েদের জানি। তাদের হাততালি বা মুখের ভাষা সম্পর্কেও আমরা পরিচিত। ট্রেনের কামরায় ওরা উঠলেই আমরা সচকিত হই। তাদের অঙ্গভঙ্গী, গলার স্বর একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি করে। এটা এই জীবনের বহুবার ট্রেন যাত্রায় সহযাত্রীদের চোখ মুখ দেখে যে বুঝতে পারিনি তা নয়। বাবু কিছু দিন... বলেই বিকট একটা হাততালি। আর না দিলেই....শাপশাপান্ত। কোলকাতা যাচ্ছিলাম। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। সময় আগস্টের শেষ ২০২১। সঙ্গে মেয়ে। ময়নাগুড়ি স্টেশনে ট্রেন দাঁড়াতেই তিনজন কামরায় উঠে এল। কম্পার্টমেন্ট প্রায় ফাঁকা। মেয়ে দেখছে ওদেরকে। একজন সাইড লোয়ার বার্থে এসে বসল। আমি পকেটে হাত ঢুকিয়েছি। কিছু চাইবার আগেই ১০ টাকা দিয়ে বিদায় করে দেব। কিন্তু সে কিছু চাইলো না। আমার দিকে একবার তাকাল আর মেয়েকে দেখে বলল.. মেয়ে বুঝি !! হ্যাঁ। জবাব দিলাম। কৌতূহল হলো। প্রশ্ন করলাম, থাকো কোথায়। এনজেপি। প্রসাদ কলোনি। এমন সময় একজন মিষ্টি বিক্রেতা সামনে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, মিষ্টি খাবে? না বাবু। তুমি খাও। আমি এক প্রকার জোড় করেই বললাম, আরে খাও না, লজ্জা পাচ্ছো কেন! দেখি ওরা আমার অনুরোধে সম্মতি দিয়ে মিষ্টি খেল। তোমার নাম কি? জিজ্ঞেস করলাম। মৌসুমি। আজ রোজগার কেমন হলো? না বাবু। ট্রেনে লোক কোথা! আমার গলা দেখছ- সোনার মালা ছিল। বন্ধক দিয়েছি। খাব কি!! কত কষ্ট করে একটু একটু করে গড়েছিলাম, আর লকডাউনে সওওব গেল। ট্রেন বন্ধ। বুঝতে পারছ!

এই কভিড লকডাউনে আমরা পরিযায়ী শ্রমিক, পরিবহণ কর্মী, দোকানী, অসংগঠিত শিল্পের অগণিত মানুষ, হকার, রিক্সাচালক ইত্যাদি.. ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা করেছি, কিন্তু হিজড়েদের কথা তো কোথাও কেউ লেখেনি? এদের কাছে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কি চাল, ডাল, তেল, সয়াবীন পৌঁছে দিয়েছিল? ভাবছিলাম। তোমার বাড়ি কোথায় ছিল? অনেক দূরে! কোথায়? মুর্শিদাবাদ চেন? চিনি। ওমা... তুমি দেখি সব চেন! কি আশ্চর্য লোক তুমি!! আরে মুর্শিদাবাদ তো কাছেই। মুর্শিদাবাদের কোথায়? ডোমকলে? ঢিল ছুঁড়লাম। তুমি দেখি সব জান!! বিস্ময় মৌসুমির চোখে মুখে! মা বাবা আছে? মা গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে অনেক আগে। বাবা তারপর তো আর একটা বিয়ে করল। আমার দুটো বোন আছে। ওদের বিয়ে আমি দিয়েছি। তুমি দিয়েছ? মানে? আগে ট্রেনে ট্রেনে যে রোজগার করতাম অইগুলো জমিয়ে রেখেছিলাম। আমার বোনটা খুব সুন্দরী!! দেখবে... দেখাও দেখি তোমার বোনকে। মৌসুমি ওর সাইডব্যাগে হাত ঢোকাল। আমার মেয়ে ওকে দেখছে আর আমাদের কথোপকথন শুনছে। এভাবে কাছে বসে হিজড়েদের কাহিনী ও কোনদিনই শোনেনি। এই দ্যাখো.... স্মার্ট ফোনের স্ক্রিনে অপূর্ব এক সুন্দরীর ছবি। মৌসুমি সেল্ফি তুলেছে। বাহঃ খুব খুব সুন্দর তোমার বোন। আর তুমিও দারুণ সেজেছ। বোনের বিয়ে দিয়েছি গো। সব খরচ আমি করেছি। ধার দেনা হয়েছে। বলেছি সব দিয়ে দেব। ধারের টাকা শোধ না করলে পাপ হয়। ওই জন্য তো এত পরিশ্রম করি, মানুষ যে আমাদের দেখতে পারে না তা তো জানি। তবু ট্রেনে ট্রেনে..... সকাল থেকে। দেখছ কত কালো হয়ে গিয়েছি। আমার বোন কিন্তু ফর্সা। ও একটা ক্রীম মাখে। আমিও ওটা লাগাব। পাশের থেকে একজন বলে উঠল, আমাকে একটু বলিস ক্রীমের নামটা! মৌসুমি হেসে উঠল। আমি বললাম, তুমি এমনিতেই সুন্দরী। ওসব আজে বাজে জিনিস ব্যবহার কোরনা। নিউ জলপাইগুড়ি ট্রেন ঢুকছিল। মৌসুমি উদাস চোখে বাইরে তাকাল। আমার মা বাবা থাকলে কি ভাল হতো না! নাহঃ আর যাইনা বাড়িতে। বোনের সাথে কথা হয়? হয়। তবে কম। এড়িয়ে চলে আমাকে। সংসার হয়েছে। ব্যাপারটা বোঝা। আচ্ছা একটা কথা শুনছি, করোনা বলে আবার আসছে? আবার বলে ট্রেন বন্ধ করে দেবে? জান কিছু। পেপারে তো সেই রকমই পড়ছি। কিন্তু ট্রেন আর বন্ধ হচ্ছে না। কি বলছ গো!!!!! সত্যি বলছ!!! হ্যাঁ। করোনা এলেও ট্রেন চলবে। সবাই বাঁচবে। আর এই টাকাটা রাখো। মৌসুমি নেবে না। জোড় করেই দিলাম। পাশ থেকে একজন আমার মেয়েকে দেখিয়ে বলে উঠল, দোয়া দে মৌসুমি..... মৌসুমি এগিয়ে এসে আমার পিএইচডির ছাত্রী মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে বলল....লক্ষীমন্ত একটা বর আসুক।

কোচবিহারে জাতীয় কংগ্রেসকে পার্থীপদ প্রত্যাহারের আবেদন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যানের

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র কংগ্রেসকে তাদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের আবেদন জানাল বামফ্রন্ট। কোচবিহার জেলা সিপিআইএম কার্যালয়ে কোচবিহার জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক তথা সিপিআই (এম) কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী সব জোটকে এক হয়ে লড়াই করার আহ্বান জানালেন। জাতীয় কংগ্রেসেকে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে তাদের প্রার্থী দেওয়ায় উস্মা প্রকাশ করেন তিনি। প্রসঙ্গত কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্টের তরফ থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতীশ রায়কে বামফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করে প্রচার শুরু করেছে। বরাবর এই আসনে ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে পার্থীপদ দেওয়া

হয়। সম্প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের পিয়া রায় চৌধুরী কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কোচবিহারে জেলা বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান অনন্ত রায় বলেন, জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গায় বামফ্রন্টের সঙ্গে আসন সমঝোতা করলেও কোচবিহারের ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। জাতীয় কংগ্রেস কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রে তাদের প্রার্থী না দিলেই ভালো করতো বলে জানান অনন্তবাবু । তিনি আরো বলেন, আমরা চাই তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে জাতীয় কংগ্রেস যেন তাদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে। এই বিষয় নিয়ে বামফ্রন্ট জেলা নেতৃত্ব জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন বলে তিনি জানান।

বুলবুলচন্ডিতে পালিত হল দোল উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: বুলবুলচন্ডী বসন্ত উৎসব কমিটির উদ্যোগে পালিত হল বসন্ত উৎসব। সোমাবার সকালে বর্ণময় প্রভাত ফেরি মধ্যে দিয়ে শান্তি নিকেতন আদলে নাচে-গানের মাধ্যমে বসন্ত উৎসব শুরু হয়। হসপিটাল মোড় থেকে প্রভাত ফেরি বের হয়। বুলবুলচন্ডী এলাকা পরিক্রমা করে পার্কে এসে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বসন্ত উৎসব পালন হয়। এই অনুষ্ঠানে কচিকাঁচা থেকে সকলেই অংশগ্রহণ করে। এই বসন্ত উৎসবে দেখা গিয়েছে উত্তর মালদার কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বুলবুলচন্ডী শিশু উদ্যানে বাচ্চাদের সঙ্গে আবির খেলায় বসন্ত উৎসবে মেতে উঠলেন প্রার্থী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বেশ খোশ মেজাজেই ছিলেন প্রার্থী, সকলের কথা রাখতে তিনি কবিতা পাঠ করে শোনান

নির্বাচন পরিকাঠামো নিয়ে পর্যালোচনায় পর্যবেক্ষকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নির্বাচন পরিস্থিতি নিয়ে সব পরিকাঠামো সঠিক রয়েছে কিনা তার পর্যালোচনায় এলেন সাধারণ পর্যবেক্ষকদের তিন প্রতিনিধি। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে পর্যবেক্ষকরা জেলাশাসক কনফারেন্স রুমে এদিন সন্ধ্যায় বৈঠক করেন। জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা ও পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ছাড়াও বৈঠকে ছিলেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। জেলাশাসক জানান, কতটা কি পরিস্থিতি রয়েছে সব দিক খতিয়ে দেখা হয়েছে যাতে অবাধ সুষ্ঠ লোকসভা নির্বাচন হয়।

‘আন্তর্জাতিক মূকভিনয় দিবস’ পালন করল কোচবিহার ছায়ানীড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ২২ শে মার্চ সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মূকাভিনেতা হিসেবে বিবেচিত ফরাসিশিল্পী ‘মাস্টার অব মাইম’ মার্সেল মার্সো-র ১০১তম জন্মবার্ষিকী এবং ‘আন্তর্জাতিক মূকভিনয় দিবস’ পালন করল কোচবিহার ছায়ানীড়। এদিন বিকেলে টাকাগাছে অবস্থিত ছায়ানীড় নাট্য সংস্থার নিজস্ব মহড়া কক্ষে এই দিনটি পালন করা হয়।

মূকাভিনেতা-মূকাভিনয়গুরু মার্সেল মার্সো ১৯২৩-এর ২২ শে মার্চ ফ্রান্সের স্টার্সবুর্গ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মূকাভিনয়চর্চা এবং মার্সোর নাম সমার্থক হয়ে ওঠায় ২০০৭-এ প্রয়াণের পর তার জন্মদিন ২২ শে মার্চকে পৃথিবীজুড়ে ‘বিশ্ব মূকভিনয় দিবস’ হিসেবে পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মূকাভিনয় দিবসের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন সংস্থার কর্ণধার স্বাগত পাল।

অনুষ্ঠানের শেষে সংস্থার শিশু শিল্পীরা, লোপা কুন্ডুর নির্দেশনায় মূকাভিনয় পরিবেশন করে।

হোলির দিন মনোনয়ন দিলেন কংগ্রেস প্রার্থী পিয়া রায়চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: হোলির দিন মিছিল করে মনোনয়ন জমা দিলেন কোচবিহার লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী পিয়া রায়চৌধুরী। ২৬ মার্চ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২ টা নাগাদ পুলিশ লাইনে কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা পার্টি অফিস থেকে মিছিল বের হয়। সেই মিছিলে পায়ে হেঁটে কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে গিয়ে মনোয়নন জমা দেন কংগ্রেস প্রার্থী। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরে তিনি বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি বলেন, “দেশ জুড়ে অরাজকতা চলছে। কোনও উন্নয়ন নেই। ধর্মীয় বিভাজন করে মানুষের ভোট নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সমানতালে পাল্লা দিয়ে চলছে দুর্নীতি। তার বিরুদ্ধেই আমার রায়। নাগরিকত্ব সংশোধিত আইন এনে মানুষকে যে সমস্যায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে লড়াই চলবে।” বিজেপি ও তৃণমূল অবশ্য কংগ্রেসকে নিয়ে চিন্তিত নয়। দুপক্ষের দাবি, বাম ভোট কাটবে কংগ্রেস। তাতে বাম ও কংগ্রেস দুইপক্ষের ভোট যেটুকু রয়েছে সেটাও কমবে। বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “বাম-কংগ্রেস সবাই মিলে যে জোট

করেছে, সেই ভোট নিয়ে টানাটানি হবে। এমনিতেই সামান্য ভোট ওদের। তা আরও কমে যাবে।” তৃণমূলের প্রবীণ নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, “কংগ্রেস কোনও লড়াইয়ে নেই। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা জয়ী হব।” কোচবিহারে এবার তৃণমূল ও বিজেপির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুরু হয়েছে। শেষ মুহূর্তের বাজিমাতকে করবে সে লক্ষ্যে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। গতবছর কোচবিহার লোকসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী পরেশ চন্দ্র অধিকারীকে ৫৪ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত করে বিজেপি। কোচবিহারে কংগ্রেসের বড় কোনও সংগঠন না থাকলেও কিছু ভোট রয়েছে। ওই ভোট তৃণমূললের বা বামেদের পক্ষে গেলে তা কিছুটা হলেও শক্তি বাড়াবে। কিন্তু সেই ভোট কংগ্রেসের খাতায় জমা হলে তা তৃণমূল ও বাম দুই পক্ষের জন্যেই ক্ষতিকর। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, “নির্বাচন কখনও কারও একা বা একটি দলের উপরে নির্ভর করে হয় না। আমরা মানুষের জন্যে কাজ করেছি। তৃণমূল নিজের ভোটের জোরেই জয়ী হবে।” বাম নেতা তথা ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর বলেন, “কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের কখনও কোন জোট হয়নি। যা হয়েছে সিপিএমের সঙ্গে। স্বাভাবিক ভাবেই আমরা কংগ্রেসকে নিয়ে ভাবছি না।”

কংগ্রেসও সে সবের মধ্যে না গিয়ে, কোচবিহারে এমসের ধাঁচে হাসপাতাল, একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ফাঁসিরঘাটর তোর্সার সেতু সহ একাধিক ইস্যুতে মানুষের কাছে ভোট চাইছেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী নিয়ে আন্দোলনের তীব্রতার বাড়ানোর কথা হানিয়েছেন পিয়া। তিনি বলেন, “চারদিকে অরাজকতা চলছে। মানুষ নানা সমস্যায় ভুগছে। তার বিরুদ্ধেই আমাদের আন্দোলন। মানুষ ভোট দেবে বলে আশা করছি।”

কর্মীদের প্রশিক্ষণ তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নির্বাচন বিধি ভাঙলে কিভাবে অভিযোগ করতে হবে কমিশনে, তা জানাতে কর্মীদের টানা তিনদিন ধরে প্রশিক্ষণ দিয়েছে কোচবিহার জেলা তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা ধরে ধরে সভা করে ওই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে বাছাই করা কর্মীদের নিয়ে ওই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ওই কর্মীদের আবার বাকিদের বিষয়টি বোঝানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দল মনে করছে, এই সময়ে প্রত্যেক অঞ্চলে অঞ্চলে দলীয় কর্মীদের অনেকের হাতে ‘স্মার্ট ফোন’ রয়েছে। প্রত্যেকেই ফোনের খুঁটিনাটি বিষয়ে অনেক কিছুই জানে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের অভিযোগ জানানোর ‘অ্যাপ’ বিষয়ে অনেকেই অবহিত নন। সেখানে কিভাবে অভিযোগ জানাতে হবে সেটাও অনেকে জানেন না। সে জন্য প্রশিক্ষণে ওই ‘সিভিজিল অ্যাপ’ ডাউনলোড করে সেখানে কিভাবে অভিযোগ জানাতে হবে তা বোঝানো হবে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, “সমস্ত বিষয়েই কর্মীদের জানানো হচ্ছে।” প্রশিক্ষণের কাজে সিতাই ও কোচবিহার উত্তর বিধানসভায় ছিলেন যুব তৃণমূল নেতা রাকেশ চৌধুরী। তিনি বলেন, “ওই ‘অ্যাপ’ এ অভিযোগ জানানো যায় খুব সহজে। সেই বিষয়টি অনেকের জানা আছে, অনেকের নেই। সে কারণেই প্রশিক্ষণ হয়েছে। যাতে কেউ নির্বাচনবিধি ভঙ্গ করলে দ্রুত অভিযোগ জানানো যেতে পারে।”

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে কোচবিহারে সভা করবেন অভিষেক-শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই কোচবিহার লোকসভা আসনে শুরু হবে হেভিওয়েট নেতাদের প্রচার। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সব ঠিক থাকলে ২ এপ্রিল কোচবিহারে প্রচারে পৌঁছাবেন তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার দিন কয়েকের মধ্যে তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও কোচবিহারে সভা করার কথা রয়েছে। ২২ মার্চ শুক্রবার কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, আগামী ২ এপ্রিল কোচবিহারে আসবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন তিনি কোনও জনসভা করবেন না। কোচবিহার রাসমেলার মাঠে হেলিকপ্টারে নেমে অভিষেক মদনমোহন মন্দিরে যাবেন। সেখানে পুজো দিয়ে তিনি সরাসরি তৃণমূলের কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে পৌঁছাবেন। সেখানে কোচবিহার জেলা তৃণমূলের নির্বাচনী কমিটির সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি। জেলা তৃণমূলের তরফে অভিষেকের কাছে আবেদন রাখা হয়েছে যাতে তিনি ব্লক ও অঞ্চল সভাপতি, জেলা পরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের নিয়ে একটি কর্মীসভা করেন। তবে সে বিষয়ে এখনও কোনও সবুজ সঙ্কেত মেলেনি। দলের জেলা নির্বাচন কমিটির সঙ্গে বৈঠক করে বেরিয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে অভিষেকের। অভিজিৎ বলেন, “সাংগঠনিক বৈঠক করবেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। ওইদিনই ফের ফিরে যাবেন।” অভিজিৎ আরও জানান, পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে জনসভা করতে পারেন। অভিষেক রোড শো ও একাধিক সভাতে অংশ নিতে ফের কোচবিহারে আসবেন। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় জানায়, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনী প্রচারে কোচবিহারে আসবেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সভায় যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে শুভেন্দুর। এর মধ্যেই তারিখ নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া প্রধামমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কোচবিহারে সভা করার কথা রয়েছে। বিজেপি সভাপতি বলেন, “মনোনয়ন শেষ হলে প্রচার সভা চূড়ান্ত হবে। সে সময় সব জানিয়ে দেওয়া হবে।” ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীর হয়ে ইতিমধ্যেই কোচবিহারের পৌঁছে প্রচার শুরু করেছেন দলের রাজ্য সম্পাদক নরেন চট্টোপাধ্যায়।

তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে প্রচার সারলেন মেয়র গৌতম দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা, দার্জিলিং: দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গোপাল লামার সমর্থনে নকশালবাড়িতে প্রচার সারলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে নকশালবাড়ির দক্ষিণ কোটিয়াজোত, উত্তর কোটিয়া ও দেশবন্ধু পাড়ায় প্রচার সারেন মেয়র। এদিন মানুষের কাছে গিয়ে গোপাল লামাকে ভোট দেওয়ার আবেদন করেন তিনি। গৌতম দেব বলেন, নকশালবাড়ির মানুষের সঙ্গে আমার আগে থেকেই যোগাযোগ আছে। মানুষ আগ্রহের সঙ্গে আমাদের প্রচারে এসেছে। মানুষের প্রতি আমাদের ভরসা ও আশা রয়েছে। নির্বাচনে ভালো ফলাফল হবে। অন্যদিকে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী

রাজুকে কটাক্ষ করে বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার ভূমিপুত্রর দাবি যুক্তিসঙ্গত বলে জানান মেয়র।

অভিমানীদের ময়দানে নামাতে তৎপর তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নিষ্ক্রিয় ও অভিমানী কর্মীদের ময়দানে নামাতে জোর দিয়েছে কোচবিহার জেলা তৃণমূল। গত কয়েকদিনে কোচবিহার জেলা তৃণমূলের সদর দফতরে একের পর এক বৈঠক হয়। কোচবিহার লোকসভা আসনের নির্বাচনী কমিটিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেখানে যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। দলীয় সূত্রে খবর, ওই বৈঠকে কয়েকজন নেতৃত্ব নিষ্ক্রিয় ও অভিমানী হয়ে বসে থাকা নেতাকর্মীদের সক্রিয় করার বিষয়ে জোর দেন। তা নিয়ে ঐক্যমত গড়ে ওঠে। এরপরে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তুফানগঞ্জের বেশকিছু অঞ্চল কমিটির নাম নতুন করে ঘোষণা করা হয়। সেখানে কিছু নিষ্ক্রিয় অভিমানী কর্মীদের রাখা হয়েছে। এছাড়া কোচবিহার শহরের কিছু ওয়ার্ডের কমিটিও নতুন করে ঘোষণা করা হয়। সেই তালিকাতেও পুরনো-অভিমানী কর্মীদের রাখা হয়েছে। আরও জানা গিয়েছে পুরনো অভিমানী হয়ে যারা বসে রয়েছেন তাদের একটা তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, “প্রত্যেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। বিভিন্ন কমিটিতে অনেককে আনা হয়েছে। সবাই মিলে কোচবিহারের আসন জিতে রাজ্য নেতৃত্বকে উপহার দেওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।” তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি ও প্রবীণ নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ২২ শে মার্চ শুক্রবার মাথাভাঙ্গা মহকুমার একাধিক প্রচারে অংশ নেন। শনিবারও তাকে কোচবিহার জেলার বিভিন্ন এলাকায় প্রচারে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে। তিনি বেশ কিছু পুরনো অভিমানী ও পুরনো কর্মীদের সঙ্গে দেখাও করেছেন। তিনি বলেন, “যেসব কর্মীরা মান অভিমান করে আছেন, তাদের সবাইকে মাঠে নামাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এবারে আমরা সবাই মিলে লড়াই করব কারণ এটা ধর্মযুদ্ধ। এখানে আমাদের জয়ী হতে হবে।” তৃণমূলের আরেক প্রবীণ নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন, “অভিমানীদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। আমরা সবাই মিলে পুরনো কর্মীদের কাছে যাব। দলকে জয়ী করতে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।” বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের তৎপরতাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “তৃণমূলের কোন্দল বরাবরের বিষয়। ওদের নেতারা যতই চেষ্টা করুন না কেন তাতে লাভ কিছু হবে না। আর মানুষ তৃণমূল থেকে সরে গিয়েছে। কারণ তৃণমূল দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। বিজেপির জয়ী হওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।”

মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বিজেপি প্রার্থী জয়ন্ত কুমার রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: হাজার হাজার মানুষ, বেলুন ও ব্যান্ডপার্টি সহ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে বুধবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। এবারও জলপাইগুড়ি লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী তিনি। এইদিন দলের জেলা সভাপতি সহ বিজেপি বিধায়ক ও নেতাদের সঙ্গে নিয়ে জেলাশাসকের দপ্তরে এসে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। বিজেপি নেতা কর্মীরা এদিন মিলন সঙ্ঘ ময়দান থেকে শোভাযাত্রা নিয়ে গোটা জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে এসে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী, ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি সহ বিভিন্ন নেতারা। অসংখ্য গেরুয়া বেলুন ও পতাকার পাশাপাশি বিজেপির ব্যান্ডপার্টি বাজনায় মুখরিত হয় গোটা জলপাইগুড়ি শহর।

ক্রোমার গ্রীষ্মকালীন দুর্দান্ত অফারের ঘোষণা

শিলিগুড়ি: গ্রীষ্মকাল শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ক্রোমা তার নতুন ক্যাম্পেইন-এর ঘোষণা করেছে, মে ২০২৪ পর্যন্ত। গ্রীষ্মকালীন সেল গ্রাহকদের জন্য দুর্দান্ত ডিল এবং সহজে পেমেন্ট সহ লেটেস্ট প্রোডাক্টগুলি নিয়ে এসেছে যা গ্রাহকদের গরমের তাপমাত্রার থেকে বাঁচতে এবং বাড়িকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলার বিশেষ সুযোগ তৈরি করবে।

গ্রাহকরা croma.com এবং ক্রোমার স্টোর জুড়ে মাত্র ১,৫০০ টাকা থেকে শুরু করে ১.৫ টন স্প্লিট এসি পাবেন। এছাড়া ২৫০+ এয়ার কন্ডিশনার, ৩০০+ রেফ্রিজারেটর, রুম কুলার এবং ফ্যানগুলির বিস্তৃত রেঞ্জে ৪৫০০০ পর্যন্ত সুবিধা ছাড়াও অন্যান্য সুবিধাগুলি উপভোগ করতে পারবেন, যেখানে আকর্ষণীয় এক্সচেঞ্জ, আপগ্রেড বিকল্প, ক্যাশব্যাক অফার এবং ২৪ মাস পর্যন্ত ইএমআই প্ল্যান রয়েছে। অফারগুলির মধ্যে রয়েছে ২৪৯৯০ টাকা থেকে শুরু হওয়া ইনভার্টার স্প্লিট এসি এবং এসিগুলিতে ৬৫০০ পর্যন্ত এক্সচেঞ্জ সুবিধা। রুম কুলার ৪,৫০০ টাকা থেকে পাওয়া যাবে। যারা প্রিমিয়াম কুলিংয়ে আগ্রহী তাদের জন্য, এলজি ইনভার্টার/এসি, ১.৫ টন ৫-স্টার এসি, যার মূল মূল্য ছিল ৯১,৯৯০, এখন মাত্র ৫৩,৪৯০-এ উপলব্ধ। বাজাজ পিএমএইচ ১৮ ডিএলএক্স রুম কুলার এখন ৪,৫০০ থেকে শুরু করে অফার রাখা হয়েছে। গ্রাহকরা ফ্রিজে ২৪ মাস পর্যন্ত সহজ ইএমআই-এর সুবিধাও নিতে পারবেন।

গ্রাহকেরা ক্রোমা ইনভার্টার এসির সাথে একটি ক্রোমা বিএলডিসি ফ্যান কমপ্লিমেন্টারি পাবেন, সাইড-বাই-সাইড রেফ্রিজারেটরের সাথে কোনও অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই ক্রোমা কফি মেকার পাবেন, ক্রোমা ওয়াটার পিউরিফায়ার কিনলে ক্রোমা এয়ার ফ্রায়ার কমপ্লিমেন্টারি পাবেন, একটি ক্রোমা কুলার কিনলে ক্রোমা ৭৫০W মিক্সার গ্রাইন্ডার পাবেন। এছাড়া ৫,০০০-এর বেশি কেনাকাটায় ১৮ মাস পর্যন্ত নো কস্ট ইএমআই উপভোগ করতে পারবেন গ্রাহকেরা।

বিনিয়োগ পরিকল্পনায় টাটা এআইএ-এর নতুন উদ্যোগ

মুম্বই: ভারতের জীবন বীমাকারী টাটা এআইএ, বিভিন্ন থিম এক্সপ্লোর করে ৮ ইউনিট লিঙ্কযুক্ত প্রোডাক্টগুলির স্যুটের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের জন্য নতুন বিনিয়োগের সুবিধা প্রবর্তন করেছে। এটি একাধিক সময়ের মধ্যে উন্নত রিটার্ন জেনারেট করেছে এবং বেঞ্চমার্ককে ছাড়িয়ে গেছে, যা সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাওয়া বিনিয়োগকারীদের নতুন বিনিয়োগের সুযোগ প্রদান করবে। ২০২৪-এর ফেব্রুয়ারীতে টাটা এআইএ লাইফ-এর এইউএম, যা মর্নিংস্টার রেটিং দ্বারা ৪ বা ৫ স্টার দেওয়া হয়েছে, বেঞ্চমার্কের তুলনায় স্থির কর্মক্ষমতা প্রদর্শন করে ৯৬,৫৩২ কোটি টাকাতে পৌঁছেছে।

টাটা এআইএ বিনিয়োগকারীদের উন্নত, নির্ভরযোগ্য, এবং ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ লং টার্ম রিটার্ন দেওয়ার জন্য তৈরি। কোম্পানিটি স্টক নির্বাচনের জন্য বটম-আপ পদ্ধতির সাথে মিলিত হয়ে একটি সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রক্রিয়া ব্যবহার করে। টাটা এআইএ দ্বারা সরবরাহ করা ইউনিট-সংযুক্ত সমাধানগুলির মধ্যে রয়েছে, ফরচুন প্রো, ওয়েলথ প্রো, এবং ফরচুন ম্যাক্সিমা। কোম্পানি পরম রক্ষক সিরিজের অধীনে ইনভেস্টমেন্ট লিঙ্কড প্ল্যান লঞ্চ করেছে, যা সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ এবং সুরক্ষাকে কভার করবে। কোম্পানিটি সম্প্রতি প্রো-ফিট উন্মোচন করেছে, যা বিনিয়োগকারীদের সম্পদ তৈরি করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের চিকিৎসা খরচ বাঁচাতে সহায়তা প্রদান করবে।

এই ফান্ডের গুরুত্ব সম্পর্কে টাটা এআইএর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার (সিআইও) হর্ষদ পাতিল জানিয়েছেন, " টাটা এআইএ গ্রাহকদের জন্য বিনিয়োগের সুযোগ এবং আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করতে তৈরি। আত্মনির্ভর ভারতের পরিকল্পনা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন ইউনিট-সংযুক্ত জীবন বীমা সমাধানগুলি থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিনিয়োগকারীদের বীমা সম্পর্কিত সুযোগগুলি জানতে "হর ওয়াক্ত কে লিয়ে তাইয়ার" হতে প্রস্তুত করা হচ্ছে।"

প্রথম পাঁচটি তালিকার ঘোষণা করেছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ

শিলিগুড়ি: ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই)-এর সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ (SSE) প্ল্যাটফর্মে এনএসই তার প্রথম পাঁচটি তালিকার নাম ঘোষণা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ যুব আন্দোলন, রূপান্তর গ্রামীণ ভারত, মুক্তি, একলব্য ফাউন্ডেশন, এবং এসজিবিএস উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। এই ইভেন্টটি মুম্বাইয়ের এনএসই-এর সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক চিহ্নিত করেছে। এই তালিকা দ্বারা ৮ কোটি টাকা তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে, যা শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি, জীবিকা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আরও অনেক কিছুর মতো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা হবে। এখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন এনজিও এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের বিষয়ে মিনিস্টার অফ ফিন্যান্স এন্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, নির্মলা সীতারামান বলেছেন, "স্বামী বিবেকানন্দ যুব আন্দোলন, রূপান্তর গ্রামীণ ভারত, মুক্তি, একলব্য ফাউন্ডেশন, এবং এসজিবিএস উন্নতি ফাউন্ডেশন-এই পাঁচটি এনজিও এনএসই-এর সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ (SSE) প্ল্যাটফর্মে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এই তালিকাগুলি শিক্ষা, দক্ষতা, কৃষি, জীবিকা এবং নারীর ক্ষমতায়নে অনন্য ভূমিকা পালন করবে। ভারতে বিনিয়োগের গণতন্ত্রীকরণে এবং জনগণকে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে ভারত সরকার SSE প্ল্যাটফর্মের সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে।"

নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের অভিনব পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি: গ্রাহকদের আর্থিক বৃদ্ধি এবং স্টেবিলিটি বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপে, এই অঞ্চলের অগ্রগামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক (এনইএসএফবি) তার ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি) স্কিমগুলি চালু করার ঘোষণা করেছে। সাধারণ জনগণের জন্য ৮.৫০% পর্যন্ত রেট এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ৯.২৫%, এনইএসএফবি সেভিংস বৃদ্ধির সুযোগে নতুন মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে।

এনইএসএফবি-এর এফডি রেটগুলি আর্থিক নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্কের অঙ্গীকারকে আরও উন্নত করে, যা তার গ্রাহকদের বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব সম্প্রদায়ের প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষমতায়নের জন্য ব্যাঙ্কের লক্ষ্যের সাথে মিলিত। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এফডি উপার্জনের একটি নির্ভরযোগ্য উপায় অফার করে। এফডিগুলিকে পেনশনের মতো বয়স্কদের জন্য আয়ের একটি স্থায়ী উৎস হিসাবে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এনইএসএফবি আসামের শহুরে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত তার মূল্যবান ক্লায়েন্টদের উচ্চতর বিনিয়োগের সুযোগ প্রদানের জন্য তৈরি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য এনইএসএফবি তার শাখাগুলির বিস্তৃত নেটওয়ার্কের সুবিধা দেবে, এটি নিশ্চিত করবে যে প্রত্যেক গ্রাহক, তাদের অবস্থান নির্বিশেষে, বিনিয়োগ সমাধানের অ্যাক্সেস পাবে। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে এনইএসএফবি আসামের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি এবং স্থিতিস্থাপকতা সহজতর করার চেষ্টা করে।

এই বিষয়ে নর্থ ইস্ট স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের এমডি এবং সিইও, জানিয়েছেন, "আমাদের নতুন ফিক্সড ডিপোজিটের রেট আমাদের আর্থিক সমাধানগুলির পাশাপাশি, শ্রেষ্ঠত্ব, উদ্ভাবন এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিকতার প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে আন্ডারস্কোর করে। আমরা যখন বাড়তে থাকি এবং বিকশিত হতে থাকি, আমাদের ফোকাস আমাদের সম্প্রদায়ের সেবা করা এবং আর্থিক ল্যান্ডস্কেপকে ইতিবাচকভাবে রূপান্তরিত করার দিকে থাকে।"

বিদ্যমান ভোক্তাদের গোল্ড লোন দিতে প্রস্তুত আইআইএফএল

মুম্বই: আইআইএফএল ফাইন্যান্স জানিয়েছে তারা কোনও বাধা ছাড়াই তার বিদ্যমান গোল্ড লোন পরিষেবা চালিয়ে যাচ্ছে এবং গ্রাহকদের সোনা আইআইএফএল ফাইন্যান্সের লকারে নিরাপদ। ৪ মার্চ তারিখের আরবিআই সুপারভাইজরি প্রেস রিলিজ অনুসারে, পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত কোম্পানি নতুন সোনার ঋণ বিতরণ করবে না। আরবিআই সার্কুলার আইআইএফএল ফাইন্যান্সকে কোনো বাধা ছাড়াই বিদ্যমান ঋণ এবং গ্রাহক পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

তাদের গোল্ড লোন শাখাগুলিও যথারীতি খোলা থাকবে এবং কর্মীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যমান গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ হবে।

তাদের বক্তব্য, "আমরা আপনাকে আরও আশ্বস্ত করতে চাই যে আপনার ঋণ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। এগুলি অপারেশনাল সমস্যা এবং আমরা আরবিআই-এর সমস্ত নির্দেশিকা মেনে চলতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইআইএফএল ফাইন্যান্সের কোনো নৈতিক বা প্রশাসনিক সমস্যা নেই।"আইআইএফএল ফাইন্যান্স তার গোল্ড লোন গ্রাহকদের যে কোনও উত্স থেকে গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে দূরে থাকার জন্য অনুরোধ করেছে।

আইআইএফএল ফাইন্যান্সের গোল্ড লোন ভারত জুড়ে ২৫টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ২৭২১টি শাখায় বিদ্যমান। আইআইএফএল ফাইন্যান্সের সোনার ঋণ গ্রামীণ এবং আধ-শহুরে এলাকায় ১৯ লক্ষের বেশি ব্যাঙ্কবিহীন এবং আন্ডারব্যাঙ্কড ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দেওয়া হয়, যাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় সহজ অ্যাক্সেস নেই। আইআইএফএল ফাইন্যান্সের অন্যান্য সমস্ত ব্যবসা-গৃহঋণ, ক্ষুদ্রঋণ এবং ব্যবসায়িক ঋণ সম্পূর্ণরূপে চালু রয়েছে। আইআইএফএল ফাইন্যান্স হল ভারতের বৃহত্তম খুচরা-কেন্দ্রিক নন-ব্যাঙ্কিং ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলির মধ্যে একটি যার ব্যবস্থাপনায় প্রায় ৭৮০০০ কোটি টাকার ঋণ সম্পদ রয়েছে।

ক্লেফ্ট সচেতনতা কর্মশালার আয়োজন করেছে স্মাইল ট্রেন ইন্ডিয়া এবং আনন্দলোক

জলপাইগুড়ি: বিশ্বের বৃহত্তম ক্লেফ্ট-কেন্দ্রিক সংস্থা, স্মাইল ট্রেন (Smile Train) রাজ্য আরবিএসকে (RBSK) কর্মীদের জন্য একটি ক্লেফ্ট ওরিয়েন্টেশন এবং সচেতনতা কর্মশালার আয়োজন করতে আনন্দলোক মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের সাথে হাত মিলিয়েছে। এটি সরকারি প্রতিনিধি, ৪০ জন মেডিকেল অফিসার, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন এবং ১০০ জন আশা কর্মীদের উপস্থিতিতে রত্নদীপ হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই পার্টনারশিপটি ২০০৬ সালে শুরু হয়েছিল যা এখনও অবধি ৪৬০০ টিরও বেশি ক্লেফ্ট সার্জারিকে সমর্থন করেছে বিনামূল্যে। আনন্দলোক মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল ক্লেফ্ট সার্জারির পাশাপাশি পুষ্টির পরামর্শ, স্পিচ থেরাপি এবং অর্থোডন্টিক্স পরিষেবা প্রদান করে, যা জীবন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করে।

স্মাইল ট্রেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাথে একটি এমওইউ সাক্ষর করেছে, যা তাদের নাগাল প্রসারিত করতে এবং ক্রিটিক্যাল ক্লেফ্ট কেয়ার পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করবে। এই পার্টনারশিপটি স্মাইল ট্রেনের আটটি পার্টনার হাসপাতালকে বিভিন্ন জেলা থেকে রেফারেল গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে, এটি চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।

ইভেন্ট সম্পর্কে মন্তব্য দিতে গিয়ে, স্মাইল ট্রেন এশিয়া-এর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং রিজিওনাল ডিরেক্টর মমতা ক্যারল বলেছেন, "আশা (ASHA) আমাদের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যা ক্লেফ্ট সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং মানসম্পন্ন যত্ন প্রদান করছে। আমরা ক্লেফ্ট সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করে ফ্রন্টলাইন কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এবং তাদের আরও ভাল পারফর্ম করতে সক্ষম করার জন্য একটি যৌথ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে আনন্দিত।"

কৃষ্ণনগরে বিগউইং উদ্বোধন করল হোন্ডা মোটরসাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া

কৃষ্ণনগর: পশ্চিমবঙ্গে প্রিমিয়াম মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রকে পুনরায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে হন্ডা মোটর সাইকেল অ্যান্ড স্কুটার ইন্ডিয়া (এইচএমএসআই) এবার নতুন প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল বিক্রয় এবং পরিষেবা আউটলেট, হন্ডা বিগউইং নিয়ে হাজির হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, এই অত্যাধুনিক সুবিধা নতুন এবং সম্ভাব্য গ্রাহকদের মধ্যে #গোরাইডইন চেতনার বিকাশ ঘটাবে। বিগউইং এখন ভারত জুড়ে ১৩০টিরও বেশি অপারেশনাল টাচপয়েন্ট স্থাপন করেছে। কালো এবং সাদা একরঙা থিম দিয়ে সাজানো বিগউইং। সেখানে কাজ করছে উচ্চ প্রশিক্ষিত এবং জ্ঞানী পেশাদার। গ্রাহকদের পণ্য বা আনুষাঙ্গিক সম্পর্কিত যেকোনও প্রশ্নের সমাধান করতে তারা সহায়তা করে। হন্ডার ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট www.HondaBigWing.in -এ বিস্তারিত তথ্য উপলব্ধ।

গ্রাহকদের নিরাপত্তা এবং সুবিধা নিশ্চিত করে, বিগউইং ইমারসিভ ডিজিটাল অভিজ্ঞতা দেয়। ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম https://virtualshowroom.hondabigwing.in -এ গ্রাহকরা সম্পূর্ণ মজাদার মোটরসাইকেল লাইন-আপ, রাইডিং গিয়ার এবং আনুষাঙ্গিক তথ্যের বিস্তার পেয়ে যান। হন্ডা-র প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল রিটেল ফরম্যাট বিগউইং টপলাইনের নেতৃত্বে রয়েছে - শীর্ষস্থানীয় মেট্রোগুলিতে সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল রেঞ্জ (৩০০ সিসি – ১৮০০সিসি) এবং মাঝারি আকারের মোটরসাইকেল সেগমেন্ট (৩০০ সিসি – ৫০০ সিসি)। মোটরসাইকেলের বৈচিত্র্যময় রেঞ্জের মধ্যে রয়েছে সম্পূর্ণ নতুন সিবি৩৫০, এইচ'নেস সিবি৩৫০, সিবি৩৫০আরএস, সিবি৩০০এফ, সিবি৩০০আর, এনএক্স৫০০, এক্সএল৭৫০ ট্রান্সআল্প, আফ্রিকা টুইন এবং গোল্ড উইং ট্যুর। এইচএমএসআই ২০২৪ সালের ক্যালেন্ডার ইয়ার শুরু করেছে আকর্ষণীয় মূল্য মাত্র ৫,৯০,০০০ টাকায় নতুন 'এনএক্স৫০০' অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর লঞ্চের মাধ্যমে (প্রাক্তন-শোরুম নয়াদিল্লি)। সম্পূর্ণ নতুন হন্ডা এনএক্স৫০০-কে শক্তি দেয় একটি ৪৭১সিসি, লিকুইড-কুলড, চার-স্ট্রোক ডিওসিএইচ ইঞ্জিন। হন্ডা বিগউইং-এর ওয়ার্কশপ ও শোরুমের ঠিকানা হন্ডা বিগউইং (সুব্রত অটোমোবাইল), ভাটজংলা, নতুন কালিপুর, পালপাড়া মোর (বস্ত্র বাজারের কাছে), কৃষ্ণনগর নদীয়া।

গ্যালাক্সি এ সিরিজ-এর সাথে মিড্-প্রিমিয়াম সেগমেন্টে নেতৃত্ব দেবে স্যামসাং

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ব্র্যান্ড স্যামসাং, তার অত্যাধুনিক গ্যালাক্সি এ৫৫ ৫জি এবং গ্যালাক্সি এ৩৫ ৫জি লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। এই নতুন সিরিজে কোম্পানি অন্যান্য ফ্ল্যাগশিপের মতো বৈশিষ্ট সহ স্যামসাং নক্স ভল্ট টেম্পার-রেসিস্টেন্স সিকিউরিটি-এর সাথে গরিলা গ্লাস ভিক্টস+ সুরক্ষা এবং এআই এনহ্যান্সড ক্যামেরা-এর মতো বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত করা হয়েছে। গ্যালাক্সি এ৫৫ ৫জি এবং গ্যালাক্সি এ৩৫ ৫জি -একটি মেটাল ফ্রেম এবং প্রিমিয়াম গ্লাস ব্যাক সহ ফ্ল্যাগশিপ স্মার্টফোন, যা তিনটি রঙে পাওয়া যাবে। আইপি৬৭ রেট সহ এই স্মার্টফোনটি ৬.৬ ইঞ্চি এফএইচডি+ সুপার এএমওএলইডি ডিসপ্লে অফার করার পাশাপাশি ফটো রিমাস্টার, ইমেজ ক্লিপার এবং অবজেক্ট ইরেজারের মতো এআই-এনহ্যান্সড ক্যামেরা বৈশিষ্ট্যগুলিও অফার করেছে। এ৫৫ ৫জি-এর মধ্যে এক্সিনোস ১৪৮০ প্রসেসর এবং গ্যালাক্সি এ৩৫ ৫জি-তে ১৩৮০ প্রসেসর রয়েছে, যা এই স্মার্টফোনগুলিকে ক্ষমতায়ন করেছে। উপরন্তু, ফোনগুলি স্যামসাং ওয়ালেট, একটি মোবাইল ওয়ালেট সমাধান এবং ভয়েস ফোকাস অফার করে, যা চার প্রজন্ম পর্যন্ত অ্যান্ড্রয়েড ওএস আপগ্রেড এবং পাঁচ বছরের নিরাপত্তা আপডেট প্রদান করবে। স্যামসাং ইন্ডিয়া-এর এমএক্স বিজনেস এবং জেনারেল ম্যানেজার অক্ষয় রাও বলেছেন, "প্রায় দুই বছর ধরে গ্যালাক্সি এ সিরিজ ভারতে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে, যা বিশেষে করে এমজেড গ্রাহকদের আকর্ষণ করছে। এই লঞ্চের লক্ষ্য হল অন্যান্য ফ্ল্যাগশিপ-এর মতো এই নতুন ইনোভেশনগুলিকে সকলের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা। এই ৫জি স্মার্টফোন মিড-প্রিমিয়াম সেগমেন্টে আমাদের নেতৃত্বকে উন্নত করবে।"

আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর এডুকেশন স্কলারশিপ প্রদান

মুম্বই: আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেড (এইএসএল), পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক পরিষেবাগুলির ন্যাশনাল লিডার, ২০২৪ সালের এপ্রিলে নতুন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে শিক্ষার্থীদের ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য বিভিন্ন স্কলারশিপ ঘোষণা করেছে।

প্রথম স্কলারশিপ হল ইনস্ট্যান্ট অ্যাডমিশন কাম স্কলারশিপ টেস্ট, যা মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ফাউন্ডেশন কোর্সে ভর্তির জন্য ৯০% পর্যন্ত স্কলারশিপ প্রদান করে। এছাড়া আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিস শহীদ, প্রতিরক্ষা কর্মী এবং সন্ত্রাস-আক্রান্ত হওয়া ব্যক্তিদের সন্তানদের জন্য বিশেষ ছাড়-এর সুবিধা প্রদান করবে। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া এই উদ্যোগটির সহায়তায় এখন পর্যন্ত ৭৫,০০০-এর বেশি শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে।

আকাশ এডুকেশনাল সার্ভিসেস লিমিটেডের চিফ বিজনেস অফিসার অনুপ আগরওয়াল জানিয়েছেন, "আমরা ভারত জুড়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ প্রদানের জন্য তৈরি আইএসিএসটি এবং স্কলারশিপ প্রোগ্রামের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে, আমরা যোগ্য শিক্ষার্থীদের তাদের শিক্ষাগত এবং কর্মজীবনের আকাঙ্খা পূরণ করার লক্ষ্য রাখি। আমরা আমাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষায় সহায়তা করার আমাদের ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখতে পেরে গর্বিত এবং শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব ও অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

ভারতে প্রথম সুস্বাদু চিউয়েবল অ্যান্টাসিড লঞ্চ করেছে ইনো (ENO)

আসানসোল: হ্যালিওন (Haleon)-এর শীর্ষস্থানীয় ডাইজেস্টিভ ব্র্যান্ড, ইনো (ENO) এই প্রথম তার চিউয়েবল অ্যান্টাসিড, 'ENO Chewy Bites', যা ট্যাঙ্গি লেমন এবং জেস্টি অরেঞ্জ-এর দুলি অনন্য ফ্লেভার-এ উপলব্ধ। এই অ্যান্টাসিডটি অ্যাসিডিটি থেকে দ্রুত আরাম প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটির মধ্যে প্রাকৃতিক উপাদান এবং ১০০০ মিলিগ্রাম খটিকা চূর্ণ রয়েছে, যা ১ মিনিটের মধ্যে অ্যাসিডিটির উপর কাজ করে। ইনো চিউই বাইটস একটি নিরাপদ অ্যান্টাসিড যা প্রাপ্তবয়স্ক এবং বারো বছরের বেশি বয়সী বাচ্চারা খেতে পারে। এটি তিনটি SKU-এ উপলব্ধ, যেখানে ১০টি এবং ৩০টি প্যাক থাকবে। এই নতুন প্রোডাক্টের প্রচারাভিযানটি সমস্ত প্রধান চ্যানেল এবং প্রকাশনায় লাইভ দেখানো হবে। এই প্রচারাভিযানটিতে দেখানো হয়েছে যে বাবা ও ছেলের জুটি বন্ধুর জন্মদিনের পার্টিতে খাবার অভিযান উপভোগ করছে যখন তাদের আনন্দ অ্যাসিডিটির কারণে ব্যাহত হয়ে যায়। এই টিভিসিটির কনসেপ্ট ভারতের ওগিলভি অ্যান্ড ম্যাথার এবং উবিক চলচ্চিত্রের পরিচালক সুরজো দেব ডেভেলপ করেছেন।

ইনো-এর নতুন চিউয়েবল ফর্ম্যাট লঞ্চ করার বিষয়ে মন্তব্য করে হেড অফ মার্কেটিং অনুরিতা চোপড়া বলেছেন, "ইনো, একটি বিখ্যাত ডাইজেস্টিভ ব্র্যান্ড, যা ইনো চিউই বাইটস লঞ্চ করেছে, এটি অ্যাসিডিটির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক সমাধান প্রদান করবে। এই উদ্ভাবনী লঞ্চটি শুধুমাত্র তাত্ক্ষণিক অ্যাসিডিটি নিরাময় করবে না বরং ব্র্যান্ডের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতাকে শক্তিশালী করে তাদের দৈনন্দিন সুস্থতা বৃদ্ধি করবে।"

"মাইন্ড চার্জড, বডি চার্জড" শিরোনামে কোকা-কোলার নতুন প্রচারণা

কলকাতা: কোকা-কোলা কোম্পানির নতুন পানীয় ব্র্যান্ড, থামস আপ দ্বারা চার্জ করা হয়েছে, আমির খান এবং দর্শিল সাফারি দ্বারা নতুন প্রচারাভিযান "মাইন্ড চার্জড, বডি চার্জড" উন্মোচন করেছে। ওগিলভির ধারণায় তৈরি নতুন চার্জড ফিল্মটিতে আমির খান এবং দর্শিল সাফারি একটি বিশেষ দৃশ্যেকে তুলে ধরেছে, যেখানে আমির জীবনের চেয়ে বড় পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রূপ চিত্রিত করেছেন। সৃজনশীলের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে চার্জড কীভাবে অসম্ভব, বড় অর্জনগুলি জয় করতে সক্ষম করে যার জন্য শারীরিক তত্পরতা এবং মানসিক সতর্কতা উভয়ই প্রয়োজন। প্রচারাভিযানটি প্রডাক্টের প্রভাবগুলিকে তুলে ধরে, যা জেন-জেডকে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে। ক্যাম্পেইন সম্পর্কে টিশ কনডেনো, সিনিয়র ক্যাটাগরি ডিরেক্টর, স্পার্কলিং ফ্লেভারস, কোকা-কোলা ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া জানিয়েছেন, "আমাদের লক্ষ্য ইনোভেশন করা, গ্রাহকদের নতুন অভিজ্ঞতা প্রদান করা। এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে, আমরা কিংবদন্তি আমির খানকে ১৭ বছর পর কোকা-কোলা পরিবারে স্বাগত জানাতে পেরে ভীষণ আনন্দিত দর্শিল সাফারির পাশাপাশি চার্জড-এর সারমর্মকে মূর্ত করে, একটি নস্টালজিয়া এবং উত্তেজনার অনুভূতি জাগিয়েছে।"

পুষ্টিগুনে ভরপুর পাম অয়েলের কার্যকারিতা তুলে ধরেছেন ডঃ মীনা মেহতা স্বাস্থ্যের সুবিধা প্রদানে পাম অয়েলের গুরুত্ব

কলকাতা: টোকোট্রিয়েনলস, ভিটামিন ই-এর একটি রূপ যা উন্নত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হল এমন পদার্থ যা অক্সিডেশন, দূষণ এবং রেডিয়েশনের মতো পরিবেশগত কারণে শরীরে তৈরি ক্ষতিকারক অণু জন্য কোষের ক্ষতি প্রতিরোধ বা কমিয়ে দিতে সক্ষম। টোকোট্রিয়েনলস এবং অন্যান্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মতো দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কম করে স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করে বলে বিশ্বাস করা হয়। গবেষণায় জানা যায় যে পাম তেলে পাওয়া টোকোট্রিয়েনলগুলি বিভিন্ন স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করে। হৃৎপিণ্ডের সুরক্ষা, প্রদাহ হ্রাস এবং ক্যান্সার প্রতিরোধের সাথে যুক্ত হয়েছে। টোকোট্রিয়েনলস অক্সিডেশন দ্বারা তৈরি ক্ষতি বন্ধ করতে সহায়তা করে। মালয়েশিয়ান পাম অয়েল, তার বহুমুখীতা এবং বিভিন্ন শিল্প জুড়ে ব্যাপক ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত, টোকোট্রিয়েনল এবং টোকোফেরলগুলির একটি উৎস হিসাবে দাঁড়িয়েছে। যেহেতু গ্রাহকেরা তাদের স্বাস্থ্যকে ওপর জোর দিচ্ছেন, মালয়েশিয়ার পাম তেল তাদের দৈনন্দিন পুষ্টি গ্রহণে টোকোট্রিয়েনল যুক্ত করতে চাওয়া তাদের জন্য একটি ব্যবহারিক পছন্দের প্রতিনিধিত্ব করে। ডঃ মীনা মেহতা, সহযোগী অধ্যাপক যিনি বর্তমানে হোম সায়েন্স এবং ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশন বিভাগের স্নাতকোত্তর স্টাডিজ এবং গবেষণা বিভাগে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসেবে কাজ করছেন (এসএনডিটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়), তিনি জানিয়েছেন, পাম তেলে পাওয়া টোকোট্রিয়েনল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলির স্বাস্থ্য উপকারিতায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এই প্রাকৃতিক বিষয়গুলি শুধুমাত্র অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে সুস্থতা রক্ষা করে না বরং টেকসই পাম অয়েলের পুষ্টির ক্ষমতাকেও বোঝায়। সচেতনতা এবং প্রচারের মাধ্যমে ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেয় এমন পছন্দগুলি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

রেকর্ডধারীদের অর্জনকে সম্মান জানাতে লিমকা বুক অফ রেকর্ডস-এর ভূমিকা

কলকাতা: লিমকা বুক অফ রেকর্ডস শীর্ষ নারী অর্জনকারীদের এবং তাদের বিশেষ কৃতিত্বগুলি উপস্থাপন করে। এই মহিলারা প্রচলিত প্রত্যাশাকে অস্বীকার করেছে, তাদের জায়গা থেকে বেরিয়ে শ্রেষ্ঠত্বের নতুন মান তৈরি করেছে। খেলাধুলায় তারা ইতিহাস তৈরি করেছে, অন্যদের বড় স্বপ্ন দেখতে এবং বাধা ভাঙতে অনুপ্রাণিত করেছে। লিমকা বুক অফ রেকর্ডস তাদের এগিয়ে যাওয়াকে সমর্থন করে সম্মানিত করেছে, তাদের অসাধারণ বিজয় প্রদর্শন করে। তাদের গল্পগুলি নতুন আশা এবং প্রেরণা জাগিয়ে তুলবে হাজারো নারীর মধ্যে। এখানে কিছু অবিশ্বাস্য মহিলার ঝলক রয়েছে যাদের নাম লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে চিরকালের জন্য মুদ্রিত করা হবে, সাহস, অধ্যবসায় এবং শ্রেষ্ঠত্বের চেতনার উদাহরণ হিসেবে। আয়হিকা মুখার্জি এবং সুতীর্থ মুখার্জি টেবিল টেনিসে প্রথম ভারতীয় মহিলার দুই জুটি হয়েছিলেন যিনি এশিয়ান গেমস ২০২২-এ একটি পদক জিতেছিলেন। শট পুটার কিরণ বালিয়ান এশিয়ান গেমস ২০২২-এ ডিসিপ্লিনে ভারতের প্রথম পদক জিতেছিলেন। জ্যোতি ইয়ারাজি ২০২২ এশিয়ান গেমসে পদক জিতে প্রথম ভারতীয় ১০০ মিটার হার্ডলার হয়েছেন। সিএ ভবানী দেবী ২০২৩ সালে এশিয়ান ফেন্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতে প্রথম ভারতীয় ফেন্সার হয়েছিলেন। ভারতীয় মহিলা কাবাডি দল ফাইনালে চাইনিজ তাইপেকে পরাজিত করার পর এশিয়ান গেমসে তাদের শৃঙ্খলায় তিনবার স্বর্ণপদক জিতে প্রথম দল হয়েছে। সুকৃতি সাক্সেনা, রূপম দেবেদি, স্বরাঞ্জলি সাক্সেনা, এবং অপালা রাজবংশী মহিলাদের একটি দল দ্বারা চার চাকার গাড়িতে দ্রুততম গোল্ডেন কোয়াড্রিল্যাটারাল অভিযান অর্জন করেছেন। এই বিষয়ে Vatsala Kaul Banerjee, কনসাল্টিং এডিটর, লিমকা বুক অফ রেকর্ডস এবং প্রকাশক, হ্যাচেট ইন্ডিয়া, জানিয়েছেন, "আমরা সমস্ত মহিলা রেকর্ডধারীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যারা নিজের জায়গা থেকে বেরিয়ে অর্জনের বিশেষ রূপ প্রদর্শন করেছেন।"

কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের গ্রুপ প্রেসিডেন্ট জয়দীপ হংসরাজ

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড জয়দীপ হংসরাজকে গ্রুপ প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা করেছে। এটি গ্রুপের আর্থিক সুবিধা এবং গ্রাহকদের কাছে সামগ্রিক প্রস্তাবনা প্রদানের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপকে চিহ্নিত করে। জয়দীপ ব্যাঙ্ক এবং এর অধীনস্থ সংস্থাগুলির অভ্যন্তরীণ সমন্বয়গুলি আনলক করার জন্য ড্রাইভিং সহযোগিতার দিকে একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেবেন। শ্রীপাল শাহ, বর্তমানে কোটাক সিকিউরিটিজের সভাপতি এবং সিওও, প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রাপ্তির সাপেক্ষে, কোটাক সিকিউরিটিজের নতুন ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও হিসাবে জয়দীপের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি ২০২৪-এর ১ এপ্রিল থেকে নতুন ভূমিকা পালন করবেন। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও, অশোক ভাসওয়ানি, জানিয়েছেন, "তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সাথে, কোটাকের বিভিন্ন ব্যবসাকে সহযোগিতামূলক পদ্ধতিতে গড়ে তোলার মাধ্যমে এবং স্কেল করার মাধ্যমে জয়দীপ একটি গ্রুপ হিসাবে আমাদের জন্য উপলব্ধ সুযোগগুলি চিহ্নিত করতে এবং কার্যকর করার জন্য কোটকের এই রূপান্তরমূলক যাত্রার নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। কোটাক সিকিউরিটিজের নতুন লিডার হিসেবে শ্রীপালকে স্বাগত জানাতে পেরেও আমি আনন্দিত।"

বয়সের বাঁধাকে উপেক্ষা করে দোল উৎসবে মদনমোহন বাড়িতে হাজির পৌঢ়া। ছবি- দেবাশীষ চক্রবর্তী।

গাঁজা উদ্ধার কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: নির্বাচনের সময় জোর তল্লাশি শুরু হয়েছে কোচবিহার জেলা জুড়ে। আর তাতেই ধরা পড়ছে টাকা ও গাঁজা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিনে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ৩০ কেজির উপরে গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। বৃহস্পতিবার কোচবিহার পুরনো বাসস্ট্যান্ডের একটি বাস থেকেও ২০ কেজির উপরে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ওই গাঁজা বাসের পিছনের আসনে দুটি ব্যাগে রাখা ছিল। বাসটি এদিন কলকাতা যাওয়ার কথা। সে মতোই বাস কর্মীরা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। স্ট্যান্ড থেকে রওনা হওয়ার আগেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের কর্মীদের ওই ব্যাগ দুটি নজরে পড়ে তা। তাতে গাঁজা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে। পাশাপাশি মাথাভাঙা পঞ্চানন মোড় থেকে নাকা তল্লাশি করার সময় একটি বেসরকারি বাস থেকে ৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। এদিন ওই বাসটি সিতাই থেকে শিলিগুড়ি দিকে যাচ্ছিল। তবে কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। কোচবিহারের এক পুলিশ কর্তা বলেন, "নির্বাচন উপলক্ষ্যে সর্বত্র নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। ওই নজরদারি চলবে। সেই সঙ্গে ওই কারবারের সঙ্গে কারা জড়িত তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।"

কোচবিহারে গাঁজা পাচারচক্র দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় রয়েছে। কোচবিহারের মাঘপালা, চান্দামারি, শীতলখুচি সহ বেশ কিছু এলাকায় গাঁজা চাষ হয়। আবার কিছু গাঁজা মণিপুর থেকেও কোচবিহারে আসে। সেই গাঁজা রাজস্থান, দিল্লি সহ ভিনরাজ্যে যায়। এর আগেও বহুবার কোচবিহার থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। গাঁজা পাচারের সঙ্গে যুক্ত অভিযোগে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে পুলিশ। এবারে গাঁজা উদ্ধার হলেও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দক্ষিণ কালমাটিতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা নাগাদ এই বিষয়ে বামনহাট-২ নম্বর অঞ্চল যুব তৃণমূল সভাপতি হানিফ শিকদার অভিযোগ করে বলেন, গতকাল রাতে আমাদের অঞ্চলের ৭/২০ নম্বর আসনের তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দিলীপ চন্দ্র বর্মনের বাড়ি ভাঙচুর করে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। তিনি আরো অভিযোগ করে বলেন, বিজেপির পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে তাই দুষ্কৃতী দিয়ে তৃণমূল নেতাদের বাড়ি ভাঙচুর করছে। আমরা দাবি করে বলতে পারি যে বিজেপির প্রচার কিংবা দলীয় কর্মসূচিতে আমরা কোনরূপ বাঁধা প্রদান করি না। অবাক করার বিষয় বিজেপি এখনো পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসতে পারেনি তার আগেই দুষ্কৃতী নিয়ে রাতের অন্ধকারে হামলা চালাচ্ছে।

তাহলে আগামীদিনে কি ভয়ঙ্কর রূপ আমাদের দেখতে হতে পারে। যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন বিজেপির দিনহাটা-৩ নম্বর মন্ডল সভাপতি কমল বর্মন।

বিজেপির শক্তিপ্রমুখের বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: বামনহাট-২ নম্বর জিপির সেনটারীতে বিজেপির শক্তিপ্রমুখের বাড়ি ভাঙচুর, টাকা, গহনা লুঠের অভিযোগ। বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে বিজেপির তিন নম্বর মন্ডল মহিলা মোর্চার সম্পাদিকা মৌসুমী সরকার সেন বলেন, তার স্বামী বীরেন সেন, বিজেপি দিনহাটা-৩ নম্বর মন্ডলের শক্তি প্রমুখ। গতকাল রাতে তাদের বাড়িতে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় এমনকি বাড়িতে থাকা জমি বিক্রি করা টাকা এবং গহনা লুঠ করে নিয়ে যায়। মৌসুমী সরকার সেন আরও অভিযোগ করে বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময়ও তাদের উপর বিভিন্ন রকম অত্যাচার করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এবার আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেও গতকাল রাতে তাদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় তারা আতঙ্কিত প্রকাশ করেন। যদিও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন বামনহাট-২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি চঞ্চল কুমার রায়। তিনি বলেন, এসব পুরোটাই মিথ্যে অভিযোগ।

রাজ্যস্তরের তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় সাফল্য মালদহর

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: রাজ্যস্তরের তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতায় ফের সাফল্য পেল মালদহ জেলা। জেলার খেলোয়াড়েরা ছয়টি সোনা তিনটি রুপো কয়েকটি ব্রোঞ্জ পদক্ষেপে মালদহের নাম উজ্জ্বল করে। ১৬ ও ১৭ মার্চ দুর্গাপুরে এই তাইকোন্ডো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ওপেন ন্যাশনাল তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপ এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের খেলোয়াড়েরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের কয়েকশো প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। দুর্গাপুর মার্টিন আর্টস তাইকোন্ডো একাডেমী উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় মালদা জেলার মোট ১০ জন প্রতিযোগী পদক পান। তাদের এমন সাফল্যে খুশি তাদের কোচ।

ভোট এগিয়ে আসতেই বাড়ছে সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ভোট এগিয়ে আসতেই সংঘর্ষের ঘটনা বাড়তে শুরু করেছে কোচবিহারে। দিনহাটা-শীতলখুচি থেকে কোচবিহার সদর মহকুমাতেও দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। এছাড়া রাত বাইক বাহিনীর দাপিয়ে বেড়ানোর অভিযোগ যেমন রয়েছে, তেমন ভাবেই গুলি-বোমার দাপট বেড়েছে বলে অভিযোগ। বিজেপির দাবি, তৃণমূল জেলা জুড়ে সন্ত্রাসের আবহ তৈরির চেষ্টা করছে। পাল্টা তৃণমূলের দাবি, সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করছে বিজেপি। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি উদয়ন গুহ বলেন, "ভেটাগুড়ি থেকে শুরু করে দিনহাটার একাধিক জায়গায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করেছে বিজেপি। আমাদের কর্মীদের বাড়িতে বোমাবাজি ও পার্টি অফিস ভাঙচুর পর্যন্ত করা হয়েছে।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "আমাদের কর্মীদের উপরে লাগাতার হামলা করছে রাজ্যের শাসকদল। বেশ কয়েকজনকে গত দু'দিনে মারধর করা হয়েছে। একজনের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে।" দুই দলের তরফে পুলিশে অভিযোগের কথা জানানো হয়েছে। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

বিজেপির অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতভর দিনহাটার পুটিমারি, চৌধুরীহাট, বুড়িরহাট, সাহেবগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি নেতা-কর্মীদের মারধর করা হয়। পুটিমারিতে মহেশের বাজারে এলাকায় এক বিজেপি কর্মীর দোকানে হামলা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। বুড়িরহাটের হাড়িভাঙ্গা বিজেপি কর্মীকে মারধর করা হয় এবং সাহেবগঞ্জে দলের এক বুথ সভাপতিকে হেনস্থা করার অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূলের অভিযোগ, মর্নেয়ায় তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার স্বামীকে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। শীতলকুচিতে মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে হামলা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। সেখানেই আবার বিজেপি বুথ সভাপতির বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল বিরুদ্ধে। ওই ঘটনায় দুই পক্ষের চারজন জখম হয়েছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, এদিন ২১১ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্যা মামনি বর্মনের বাড়িতে ঢুকে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। বাড়ির সদস্যদেরও মারধর করা হয়। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। বিজেপির দাবি, ঘটনার পর তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা বিজেপি বুথ সভাপতি সুরেন্দ্র বর্মনের বাড়িতে হামলা হামলা চালানো হয়।

বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিকের সমর্থনে দিনহাটার রাজপথে সংখ্যালঘু মোর্চার বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হলো। মিছিলে নেতৃত্ব দেন কোচবিহার জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার কনভেনার নাজির হোসেন, ৬ নং মণ্ডল সভাপতি আবু আল আজাদ জেলা বিজেপির সম্পাদক অজয় রায়, জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সম্পাদিকা সাবিনা ইয়াসমিন, ও বিজেপি নেত্রী সাবানা খাতুন সহ বিভিন্ন কার্যকর্তারা। এদিনের এই মিছিল থেকে উদয়ন গুহকে কটাক্ষ করে সাবানা খাতুন বলেন, আজকের এই মিছিল দেখে মন্ত্রী উদয়ন গুহকে কটাক্ষের সুরে বলেন, আজকের এই মিছিল দেখে উদয়ন গুহর ঘুম উড়ে গেছে, এতদিন সংখ্যালঘু মানুষদের খেলার গুটির মতো ব্যবহার করে গেছে, এখন সেই সময় শেষ হয়ে গেছে আজ ওষুধ খেয়ে তাকে ঘুমোতে হবে।

বাণেশ্বরের মোহন নির্বাচনের ম্যাসকট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে লোকসভা নির্বাচনেও কোচবিহারে ভোটের ম্যাসকট "মোহন'। জেলার বিভিন্ন জায়গায় মোহনকে নিয়ে হোর্ডিং টাঙিয়ে কোচবিহার জেলা নির্বাচন আধিকারিকের পক্ষে লেখা হয়ে হয়েছে, "নিচ্ছি শপথ সবাই দেব ভোট।" আবার লেখা হয়েছে, "নিজের ভোট নির্ভয়ে দিন।" মোহন কোচবিহারের বাণেশ্বরের শিবদিঘির কচ্ছপ। যা স্থানীয় ভাবে মোহন বলেই পরিচিত। দুর্ঘটনায় ও অসুস্থ হয়ে মোহনের মৃত্যুতে এর আগে বনধ পালন করেন স্থানীয় মানুষজন। প্রশাসন মোহনদের সুস্থ রাখতে সঠিক ভূমিকা নেয় না বলেও অভিযোগ করেন স্থানীয় মানুষজন। কোচবিহারের ওসি এসভিইইপি (সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন এন্ড ইলেকটোরাল পার্টিসিপেশন) লেন্ডুপ ছোদেন শেরপা বলেন, "মোহন সম্পর্কে কোচবিহারের সমস্ত মানুষ জানেন। এর আগেও মোহন নির্বাচনের ম্যাসকট ছিল। এবারেও আছে। লোককে ভোট দিতে উৎসাহ দিতেই মোহন ম্যাসকট।"

কোচবিহারের বাণেশ্বরে শিবমন্দির চত্বরে রয়েছে একটি দিঘি। যা শিবদিঘি নামে পরিচিত। সেই দিঘিতেই মোহনদের বসবাস। মোহন আসলে কাছিম। ওই কাছিম মহাবিপন্ন প্রজাতির তালিকাভুক্ত রয়েছে। যার পাশাকি নাম- 'ব্ল্যাক সফট শেল টর্টেল'। বাণেশ্বরের বাইরে ওই কাছিম বাংলাদেশ ও অসমের একটি জায়গায় পাওয়া যায়। বাণেশ্বরের মানুষ ওই মোহনদের দেবতারূপে পূজা করে। সেই মোহন ঘিরে আবেগ। আবার একটি ভোট এসেছে আর বাণেশ্বর জুড়ে শুরু হয়েছে মোহনদের বিপন্নতার কথা। স্থানীয় মানুষ অভিযোগ করেন, মোহনদের নিয়ে ভাবনা নেই কারও। অনেকেই অনেককিছু প্রতিশ্রুতি দেন। আসলে পালন হয়নি কিছুই। মোহন রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন শীল বলেন, "যা যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কোনওটি হয়নি। রাস্তায় স্পিড ব্রেকার বসানো হয়নি। মোহন যাতায়াতের জন্য টানেল তৈরি করা হয়নি। পথবাতি নেই। কচ্ছপদের চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল তৈরির কথা থাকলেও তা হয়নি। দিঘির জীববৈচিত্র রক্ষায় একটি বোর্ড টাঙানো হয়েছে। তার বাইরে কিছু হয়নি।" বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় ওই এলাকার বিধায়ক। অভিযোগ রয়েছে, বিধায়ক বা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক মোহনদের নিয়ে কখনও কোনও উদ্যোগ নেননি। যা শুনে সুকুমার বলেন, "সিপিএম আমলে মোহনদের মৃত্যু শুরু হয়। যা চলছে তৃণমূল আমলে। এই দুই সরকার মোহন রক্ষায় কোনও উদ্যোগ নেয়নি। দায়িত্ব তো তাদের।" জেলা পরিষদের সদস্য পরিমল বর্মণ মোহন রক্ষা কমিটির সভাপতি। বাম আমল থেকেই তিনি মোহন রক্ষার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি স্বীকারও করে নেন মূল দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। তিনি বলেন, "রাজ্য সরকারের দায়িত্ব তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাজ্য সরকার কিছু উদ্যোগও নিয়েছে। বাকি কাজ দ্রুত করার জন্যে আমরা চাপ তৈরি করেছি। এলাকায় বনধ পালন করেছি। বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরাতো মোহনদের খোঁজ নিতেও আসেন না।"

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96